NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

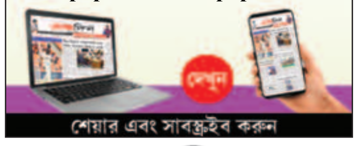

দেখুন

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ নির্বাচনে মাত্রা পাচ্ছে অর্ধেক আকাশ

বেঙ্গালুরুকে ১ রানে হারাল কলকাতা ৮

কলকাতা ২২ এপ্রিল ২০২৪ ৯ বৈশাখ ১৪৩১ সোমবার সপ্তদশ বর্ষ ৩১০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 22.4.2024, Vol.17, Issue No. 310, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

নাটকীয় জয় কেকেআর-এর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইডেনে নাটকীয় জয় কলকাতার। শেষ ওভারে স্টার্ককে তিনটি ছক্কা মারেন করণ শর্মা। ২ বলে তখন আর মাত্র ৩ রান বাকি বেঙ্গালুরুর। রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা। এর পরেই তাঁকে আউট করেন স্টার্ক। শেষ বলে বাকি ছিল ৩ রান। দৌড়ে ২ রান নিতে গিয়েছিলেন লকি ফার্গুসন। তাতেও ম্যাচ গড়াত সুপার ওভারে। তবে তার আগেই রান আউট। ২২১-এই থামতে হল বেঙ্গালুরুকে। আর মাত্র ১ রানে নাটকীয়ভাবে জয় হল কলকাতার। আইপিএলে রবিবার ঘরের মাঠে বেঙ্গালুরুকে হারাল কলকাতা। এদিন জিতে পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল কেকেআর।

নামতে পারল না অমিত শাহর কপ্টার

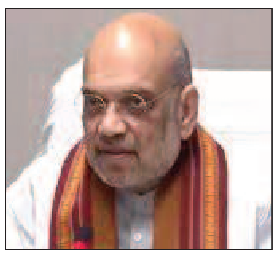

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দার্জিলিঙে সভা করার কথা থাকলেও প্রবল কুয়াশায় নামতেই পারল না কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহর কপ্টার। দু'বার অবতরণের ব্যর্থ চেষ্টার পরে বিহারের দিকে চলে যায় কপ্টার। ফোনে দার্জিলিঙবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন অমিত শাহ। ফোনে পাহাড়ের গোর্খাদের উদ্দেশে বার্তা দিয়েছেন শাহ। বলেন, 'পাহাড়ে শান্তি ফেরাতে পারে শুধু বিজেপি। আপনারা রাজুকে ভোট দিয়ে দ্বিতীয় বারের জন্য সাংসদ নির্বাচিত করুন, কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদীকে আবার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করুন।' এদিন বিজেপির হয়ে ভোট চেয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'গোর্খাদের মতো বলিদান এই দেশের জন্য আর কেউ দেয়নি। আমি আমাদের গোর্খা পরিবারকে বলতে চাই, আপনাদের ন্যায়ের লড়াইয়ে আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি।'

অসুস্থ রাহুল

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল: অসুস্থ রাহুল গান্ধি। সে কারণে রবিবার রাঁচিতে বিজেপি বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র সমাবেশে যোগ দিতে পারলেন না। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ রাহুলের অসুস্থতার কথা জানিয়ে এদিন সোশ্যাল সাইটে লেখেন, 'রাহুল সাতনার এবং রাঁচিতে 'ইন্ডিয়া'র সমাবেশে প্রচারে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাই তিনি এই মুহূর্তে দিল্লির বাইরে যেতে পারছেন না।' জয়রাম অবশ্য জানান, এই দুই সভাতেই কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গে থাকছেন।

বালুরঘাটে জোড়া সভা মমতার, নাম না করে শুভেন্দুর 'বোমা'-র জবাব

নিজস্ব প্রতিবেদন: বালুরঘাট দ্বিতীয় দফার ভোটের প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছে।

রবিবার বালুরঘাট লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী বিপ্লব মিত্রের সমর্থনে জোড়া সভা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে বালুরঘাটের কুমারগঞ্জের চকরাম রায় গ্রাউন্ডে সভা করেন মুখ্যমন্ত্রী। দ্বিতীয় সভাটি করেন বালুরঘাট টাউন ক্লাবের মাঠে।

বিদায়ী সাংসদ তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের বিরুদ্ধে বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী বিপ্লব মিত্র। তাঁর হয়েই এদিন প্রচারে সুর চড়ালেন মমতা। মোদি থেকে শুভেন্দু, নাম না করে বিজেপি রাজ্য সভাপতি তথা বালুরঘাটের বিদায়ী সাংসদকে তোপ দাগলেন তৃণমূল নেত্রী।

মমতা বলেন, "আমাদের লোকেরা বুক চিতিয়ে সংসদে লড়াই করে। আপনাদের সাংসদ ঠান্ডা ঘরে ঘুমায়। কোনও কথা বলে না। বলে, বাংলায় ১০০ দিনের কাজের টাকা দিয়ো না। যে লোক বলে বাংলাকে বঞ্চিত করো, টাকা দিয়ো না, তাঁকে আপনারা ভোট দেবেন? এঁরা বার বার প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়ে বলেছে বাংলাকে টাকা দেবেন না।'

দু'দিন আগেই শুভেন্দুর মুখে বোমা ফাটানোর কথা শোনা গিয়েছিল। তারই উত্তর এ দিন দেন মমতা। নাম না করে বলেন, 'বলে বোমা ফাটাব। একটা কালীপটকা ফাটিয়ে দেখো। বোমা তোমাদের বিরুদ্ধে ফাটাব। কালো টাকা কোথায় গেল ? গদ্দার জবাব দাও। সকলকে ১৫ লক্ষ টাকা দেবে বলেছিল। কেউ টাকা পেয়েছেন ? কোভিডের ইনজেকশন দিল। তাতেও প্রধানমন্ত্রীর ছবি।' তিনি আরও বলেন, 'জিজ্ঞেস করুন, হরিদাস গদ্দার। কী ছিলে, কী হয়েছ? আঙুল ফুলে কলাগাছ। কেন বিজেপিতে গেলে? টাকা বাঁচাতে, পরিবার বাঁচাতে। বিজেপি কাল থাকবে না, তোমাদের মতো গদ্দারদের জায়গা দেব না।'

'জয় বাংলা', 'বিজেপি হঠাও' স্লোগান তুলে বালুরঘাটের সভার মঞ্চ থেকে ২০২৪ এর জয় নিয়ে কার্যত 'নিশ্চিত' মমতার দাবি, 'বিজেপিকে সরানো হবেই। জয় আসবেই। তিনি উপস্থিত জনতাকে ধন্যবাদও দেন।' বলেন, 'এই বোমা-টোমা বলছে, এঁরা আমার, অভিষেকের জীবন পর্যন্ত নিতে পারে। পুলওয়ামায় যেমন করেছিল। এই চক্রান্ত ভাঙবই।'

বালুরঘাটের সভা থেকেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিশানা করেন মমতা। তাঁর কটাক্ষ, 'বিজেপির কিছু গদ্দার বলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী করেছে? আমি একটা কথা বলতে চাই, এটা কি বাংলার নির্বাচন যে আমার কাছে কৈফিয়ত চাওয়া হচ্ছে? এটা দিল্লির নির্বাচন। তাই কৈফিয়তও মোদিকে দিতে হবে।'

১০০ দিনের কাজের বকেয়া নিয়ে সরব হন মমতা। তাঁর কথায়, 'বিজেপির অনেক টাকা আছে, তাই মিথ্যে কথা বলে রোজ কোটি কোটি টাকার বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। অথচ ১০০ দিনের কাজের টাকা নেই। তিন বছর টাকা দিল না গরিব লোকগুলোর।'

মমতা আরও বলেন, 'কেন্দ্রীয় বাহিনী এনে পথ আটকালে খবর দেবেন পার্টি অফিসে। আমাদের লোক এসে আপনাদের পৌঁছে দেবে বুথে। এই জিনিস কোচবিহারেও হয়েছিল।'

এনআরসি-র আবেদন করা নিয়ে ফের বালুরঘাটের মঞ্চ থেকেও সাবধানবাণী শোনা যায় মমতার গলায়। তিনি বলেন, 'ভুলেও এনআরসি-র আবেদন করবেন না। করলেই বিদেশি করে দেবে।' অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে মমতার খোঁচা, 'সকলকে আমিষ খেতে হবে এমন নয়। দুধ, মাখন, ছানা, সয়াবিন, বার্লি যা-ই খান, কেউ বারণ করেনি। ভেজে খরচ বেশি। ননভেজে মায়েরা মাছের ঝোল-ভাত করলেই কাজ শেষ। তাই ভারতের ৮০ শতাংশ মানুষ আমিষ খায়। যাঁরা আমিষ খান, খেতে দিন। তোমরা কে হস্তক্ষেপ করার?'

সভায় গিয়ে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এক তৃণমূল সমর্থক। মৃত্যু হল তাঁর। মৃতের নাম শরিফ সরকার (৫৫)। তাঁর বাড়ি গঙ্গারামপুর ব্লকের উদয় গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাঙাপাড়ায়। প্রাথমিক ভাবে অনুমান, প্রবল গরমেই মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে শরিফের। রবিবার ছিল জেলার উষ্ণতম দিন। কুমারগঞ্জে দুপুরে জনসভা করেন মমতা। শরিফ ছিলেন দর্শকাসনে। সভা শেষ হওয়ার আগেই শরিফ অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে খবর। তখনই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান উপস্থিত তৃণমূল কর্মীরা। কিন্তু মৃত্যু হয় তাঁর।

বিমানকে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক অধীরের

তৃণমূল-বিজেপি আঁতাত নিয়ে কটাক্ষ, বহরমপুরে হারলে রাজনীতি ছাড়ার বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'তৃণমূল ও বিজেপি আঁতাত হয়ে এই বাংলায় যদি আগামীদিনে জোট সরকার হয় তাহলে অবাক হবেন না', বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুর সঙ্গে এক যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই জানালেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা কংগ্রেস প্রার্থী অধীর রঞ্জন চৌধুরী। কলকাতা প্রেস ক্লাবে রবিবারের এই সাংবাদিক বৈঠক থেকে অধীর তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করে প্রশ্ন ছুড়ে দেন, 'এদিক ওদিক কথা বলে লাভ নেই দিদি, প্রথমে আপনি বলুন ইন্ডিয়া জোট ছেড়ে পালালেন কেন? নীতীশ কুমার পালিয়েছিলেন, কারণ নীতীশ কুমারের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার দরকার ছিল বিজেপির সঙ্গে আঁতাত করে।' এরই সূত্র ধরে অধীর রঞ্জন এদিন তৃণমূল সুপ্রিমোকে বিদ্ধ করে এও বলেন, 'নীতীশ কুমার যেমন পাল্টুকুমার হয়ে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া' ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছেন, তেমন বাংলার দিদিও পাল্টিকুমারী হয়ে পালিয়ে গিয়েছেন।'

পাশাপাশি এদিনের সাংবাদিক বৈঠক থেকে অধীর রঞ্জন চ্যালেঞ্জের সুরে জানান, 'বহরমপুরে আমি হারলে রাজনীতি থেকে ছুট্টি নিয়ে নেব। এত বড় কথা বলে দিলাম আজকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে বলতে পারবেন যে, বহরমপুর জিতলে তাঁর জয় বা হারলে তাঁর হার হবে?'

এদিকে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিটি সভা থেকে বিজেপির সঙ্গে বাম-কংগ্রেসকে একযোগে আক্রমণ শানানোর পাশাপাশি বাংলায় বাম-কংগ্রেসকে বিজেপির 'দালাল' বলেও কটাক্ষ করেন মমতা। এই প্রসঙ্গে উল্টে বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের 'বোঝাপড়া'র অভিযোগ তুলতে দেখা যায় অধীর রঞ্জনকে। তাঁর কথায়, 'বোঝাপড়া রয়েছে বলেই এতো কিছুর পরও ডায়মন্ড হারবারে বিজেপি ওই রকম প্রার্থী দিয়েছে। যাতে খোকাবাবুর অসুবিধা না হয়। একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন জেলে আর এক জন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালও জেলে। কিন্তু খোকাবাবুকে যাতে জেলে যেতে না হয়, তাই দিদি বোঝাপড়া করে নিয়েছেন।' পাশপাশি তিনি এ দাবিও করেন, তৃণমূলের সঙ্গে 'বোঝাপড়া' রয়েছে বলেই বাংলায় আরএসএসের শাখা আজ এত বৃদ্ধি পেয়েছে।'

নির্বাচনী সমঝোতা প্রসঙ্গে অধীর জানান, 'গোড়ায় কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের আসন সমঝোতার কথাবার্তা হয়েছিল। কিন্তু সেই পর্বে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের নেতারা তৃণমূল সম্পর্কে 'নরম' মনোভাব দেখালেও অধীর তৃণমূল-বিরোধিতায় ছিলেন আগ্রাসী। মমতা যখন স্পষ্ট করে দিলেন বাংলায় তাঁর দল একক ভাবে ৪২টি আসনে লড়বে, সেই সময়ে তৃণমূল সমাজমাধ্যমে প্রচার করেছিল, বাংলায় কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের বোঝাপড়া ভেস্তে দেওয়ার এক এবং একমাত্র কাণ্ডারীর নাম অধীর চৌ ধুরী।' এদিন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি উভয়ই বাম ও কংগ্রেসের যে আসন সমঝোতা রয়েছে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তা খুবই ফলপ্রসু হতে চলেছে বলে তাঁরা আশাবাদী। বৈঠক থেকে বিমানকে পাশে নিয়েই তৃণমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে একযোগে লড়াইয়ের ডাক দেন অধীর।

আগামী সপ্তাহেও তাপপ্রবাহ! জারি কমলা ও হলুদ সতর্কতা

ব্যারাকপুরে পারদ পৌঁছল ৪৩.৭ ডিগ্রিতে

আজ ও কাল কমলা সতর্কতা জারি

পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, দুই বর্ধমানে

হলুদ সতর্কতা জারি

উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া ও হুগলির কিছু জায়গায়

রবিবার রাজ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল

বাঁকুড়া	৪৪.৫°সে.
পানাগড়	৪৪°সে.
ব্যারাকপুর	৪৩.৭°সে.
পুরুলিয়া	৪৩.৩°সে.
আসানসোল	৪২.৮°সে.

তথ্যসূত্র: আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর

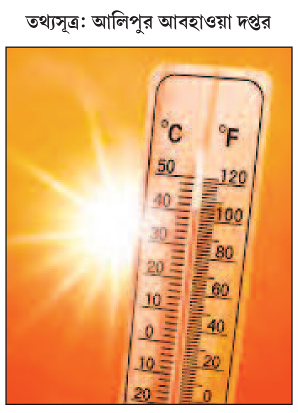

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তাপপ্রবাহ কমার কোনও আশা নেই। বরং আগামী সপ্তাহে তা বাড়ার দিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। উত্তরে বৃষ্টি হলেও দক্ষিণে স্বস্তির কোনও কথা শোনাতে পারেনি হাওয়া অফিস।

হাওয়া অফিসের তরফে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত তাপপ্রবাহ চলবে। তাপপ্রবাহের তীব্রতা কোন জেলায় কত থাকবে তার নিরিখে হলুদ ও কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। শুধু তাই নয় এতদিন জানা ছিল, পানাগড়, আসানসোল, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া তাপমাত্রা নিরিখে উঁচুতে থাকে। হাওয়া অফিসের দেওয়া পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে সেই তালিকায় এবার উঠে এসেছে উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুরও। রবিবার ব্যাপাকপুরে তাপমাত্রার পারদ চড়েছে ৪৩.৭ ডিগ্রিতে। তীব্র তাপপ্রবাহ সেখানে হয়েছে বলেই নথিবদ্ধ করা হয়েছে। কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৪০.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

কসবায় ২৫তলা থেকে মরণঝাঁপ ছাত্রীর! রহস্যমৃত্যুর তদন্ত পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোররাতে আচমকা ভারী কিছু পড়ার শব্দ। শব্দের উৎস সন্ধান করতে আবাসন চত্বর থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার কর হল তরুণীকে। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গেলেও বাঁচানো যায়নি তাঁকে। শহর কলকাতায় ১৯ বছরের তমান্না হিরাওয়াতের মৃত্যু ঘিরে তৈরি হয়েছে রহস্য। এটা কি হত্যা না আত্মহত্যা? নাকি দুর্ঘটনা। ঘটনাটি ঘটেছে কসবায়। জানা গিয়েছে, তামান্নার স্বপ্ন ছিল, চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হওয়ার। তার জন্য চলছিল কঠোর প্রস্তুতিও। তবে শোনা যাচ্ছে, পরীক্ষায় পাশ করতে না পারায় মনখারাপ ছিল। সেই কারণেই কি হতাশা থেকে আবাসনের ২৫ তলা থেকে মরণঝাঁপ ছাত্রীর?

পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার ভোর ৩টে ৪৫ মিনিটে ঘটনা ঘটে কসবার পিকনিক গার্ডেনের নস্করহাট রোডের একটি অ্যাপার্টমেন্টে জোরে শব্দ শোনেন অনেক। ৩৮ তলা ওই বিল্ডিংয়ের ২৫ তলা থেকে নীচে পড়েন তামান্না। বিষয়টি নজরে আসার পর আবাসনের বাসিন্দারা ওই ছাত্রীকে সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে বাঁচানো যায়নি। আবাসনে ভাইয়ের সঙ্গে থাকতেন তিনি। তমান্নার বাবা দীপক হিরাওয়াত থাকেন বিদেশে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ভোট কাটাকাটির রাজনীতিই ফ্যাক্টর হয়ে উঠছে জয়নগরে

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা যে দলকে নিয়ে সে অর্থে চর্চা হয় না, চমক দেওয়ার তাড়না নেই, এমনই একটা দলের প্রভাব জয়নগরে বছরের পর বছর দেখা গেছে শুধুমাত্র সংগঠনের জোরে। প্রতিবার নির্বাচনী ময়দানে নেমেছে শিবদাস ঘোষের দল। প্রার্থীরা জ্বলন্ত সমস্ত ইস্যু নিয়ে জনতার দরবারে করেছেন ভোট প্রার্থনা।একসময় জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে ভালই প্রভাব ছিল বঙ্গ রাজনীতিতে এই ছোট্ট দল এস ইউসিআই-এর। ১৯৬৭ ও ২০০৯ সালে মাত্র দু'বার সাংসদ পেলেও লড়াইয়ের জমিতে বরাবর তারা ছিলেন সক্রিয়। দোসর ছিল বাম শরিক আরএসপি। ১০ বছর আগে পর্যন্তও জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রটি দীর্ঘদিন ধরে আরএসপি বা বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের দখলে ছিল। এমনকী বাম আমলেও সিপিএমের সঙ্গে এস ইউসিআই-এর কড়া টক্কর চলত এইসব অঞ্চলে। শুধু তাই নয়, ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের সমর্থনে জয়নগর কেন্দ্র থেকে জিতেছিল এসইউসিআই। তবে এরপর থেকে ভোট রাজনীতির ময়দানে এই ছোট্ট কমিউনিস্ট দলটিকে সাফল্যের নিরিখে আর তেমন ভাবে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে রয়েছে গোসাবা, বাসন্তী, কুলতলি, জয়নগর, ক্যানিং পশ্চিম, ক্যানিং পূর্ব, মগরাহাট পূর্ব এই সাতটি বিধানসভা। এই সাত বিধানসভায় বিভিন্ন জাতির মানুষের বসবাস। যেমন এখানে বৌদ্ধ রয়েছেন ০.০৩ শতাংশ, খ্রিস্টান ০.৮১ শতাংশ, জৈন ০.০১ শতাংশ, শিখ ০.০৩ শতাংশ।। এই লোকসভা কেন্দ্রের সাক্ষরতার হার ৬৭.৭৭ শতাংশ। মোট ভোটার ১৬ লক্ষ ৪৭ হাজার ৭৬২। এই আসনটি তফশিলি জাতির প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। জয়নগর লোকসভা আসনে তফসিলি জাতির ভোটার প্রায় ৬৩১,০৯৩। যা ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে মোট ভোটারের প্রায় ৩৮.৩ শতাংশ। তফসিলি উপজাতির ভোটার প্রায় ৫২,৭২৮। যা ২০১১ সালের আদম সুমারি অনুসারে প্রায় মোট ভোটারের প্রায় ৩.২ শতাংশ।

জয়নগরের রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, স্বাধীনতার পর থেকেই জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে বরাবরের দাপট ছিল কংগ্রেসের। ক্ষমতা ছিল জনতা পার্টিরও। তবে সবথেকে বেশি সময়ের জন্য ক্ষমতায় থাকে রেভল্যুশনারি সোশ্যালিস্ট পার্টি। ১৯৭৭-এ বাম সমর্থিত জনতা পার্টির প্রার্থীর পরে টানা আটটি নির্বাচনে এই কেন্দ্রে জয়ী হয় আরএসপি। এই সময়ে লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ছিলেন সনৎ কুমার মণ্ডল। ২০০৯-এ তৃণমূল সমর্থিত এসইউসিআই প্রার্থী জেতেন জয়নগরে। ২০১৪ এবং ২০১৯-এর ভোটে জয়নগর বেছে নেয় তৃণমূলের প্রতিমা মণ্ডলকে। এরপর সেই জয়ের ধারা অব্যাহত ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনেও। এই লোকসভার অন্তর্গত সাতটি বিধানসভাতেই জয় পেয়েছেন তৃণমূল প্রার্থীরাই। এমনকি ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়নগরের সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত,

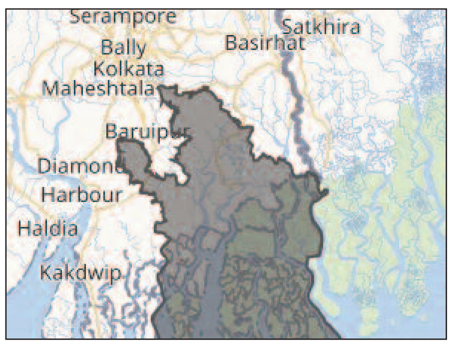

পঞ্চায়েত সমিতি, বিধানসভায় ঘাসফুলেরই আধিক্য।

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রতিমা মণ্ডল পান ৪,৯৪,৭৪৬ ভোট। সেখানে দ্বিতীয় স্থানে ছিল বামেরা। আরএসপি এর সুভাষ নস্কর পান ৩,৮৬, ৩৬২ ভোট। এসইউসিআই(সি) এর ডঃ তরুণ মণ্ডল পান ১, ১৭,৪৫৪ ভোট। বিজেপির কৃষ্ণপদ মজুমদার পান ১,১৩, ২০৬ ভোট। কংগ্রেসের অর্ণব রায় পান ৩৮,৪৯৩।

২০১৯ সালেও এক নম্বরেই থাকে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের প্রতিমা মণ্ডল পান ৭ লক্ষ ৬১ হাজার ২০৬ ভোট। সেখানে দ্বিতীয় স্থানে থেকে বিজেপির অশোক কাণ্ডারী পান ৪ লক্ষ ৪৪ হাজার ৪২৭টি ভোট। প্রায় তিন লক্ষ ভোটের ব্যবধানে হারলেও মোদি ঝড়ের সঙ্গে বামের ভোট রামে যাওয়ায় নজর কাড়া উত্থান হয় বিজেপির। ২০১৪-তে যেখানে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট ছিল ৯.৫৪ শতাংশ ২০১৯-এ সেটাই গিয়ে দাঁড়ায় ৩২.৭৭ শতাংশে। শতাংশের নিরিখে ভোট বৃদ্ধি ২৩.২৩। এদিকে বামেরা চলে আসে তৃতীয় স্থানে। আরএসপি-র সুভাষ নস্কর পান ৬৭ হাজার ৯১৩ ভোট। এসইউসিআই(সি) প্রার্থী জয়কৃষ্ণ হালদার পান ৩৮ হাজারের কিছু বেশি ভোট। কংগ্রেসের তপন মণ্ডল পান ১৮ হাজারের সামান্য বেশি ভোট। তবে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে জয়নগর কেন্দ্রে পদ্ম ফোটাতে ভূমিপুত্রের উপরই ভরসা রেখেছে বিজেপি ফের এই লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী করেছে গতবারের চিকিৎসক অশোক কাণ্ডারীকেই অন্যদিকে তৃণমূলের দীর্ঘদিনের বিধায়ক গোবিন্দচন্দ্র নস্করের মেয়ে প্রতিমা মণ্ডলকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল। তিনি ইতিমধ্যেই দু'বার এখানকার সাংসদ হয়েছেন। ফলে চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে তাঁর কাছে হ্যাটট্রিকের হাতছানি। এদিকে এই কেন্দ্র থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আইএসএফের মেঘনাথ হালদার। সঙ্গে লড়াইয়ে রয়েছেন এসইউসিআই প্রার্থী নিরঞ্জন নস্করও। এদিকে জয়নগরের মাটিতে মাঝেমধ্যে মাথা চাড়া দেয় যুব তৃণমূল ও তৃণমূলের মধ্যে চোরাগোপ্তা সংঘাত। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বঙ্গ রাজনীতির এই ক্ষুদ্র দলটি তাদের সীমিত ক্ষমতা নিয়ে বঙ্গ রাজনীতিতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারেন কি না সেটাই দেখার।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

কর্মখালি

REQUIRED
Full-time Company Secretary required for a Kolkata-based company (NEWSHINE MERCHANTS Pvt. Ltd.)
Interested candidates may mail their resumes on ecstacy.onerise@gmail.com

টেন্ডার

TENDER NOTICE
Architects and Engineers are hereby invited to submit the quotation for the Architectural job (plan, sanctioning from NKDA, Supervision, working drawing & obtaining OC) including structural design for G+4 Residential Building with 8 Nos. of flats of MODESTY Co-operative Housing Society limited, having its Plot at Premises no. 05-0847, Plot No. AA-IIIB-78, Action Area - IIIB, New Town, Kolkata. The last date of submission of the Quotation is (7 days gap from the date of publication) at **Box No. T-2104/2425 of newspaper EKDIN PATRIKA, Narasingha Broadcasting Pvt. Ltd. 1, Old Court, House Corner, Tobacco House, 3rd Floor, Room no 306(S) Kolkata -700001,** The Selection Process is the discretionary part of the society.

বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞপ্তি
রেজিষ্ট্রিকৃত আমমোক্তারগন ঃ (১) শ্রী সুজয় কুমার মুখার্জী, (২) শ্রী সত্যচরন মুখার্জী, (৩) শ্রী সঞ্জয় মুখার্জী, সকালের পিতা- স্বর্গীয় শিবপ্রসাদ মুখার্জী, ঠিকানা-সাং-গৌরীবাটী, পোঃ ও থানা-তারকেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৪১০, প.ব., এনাদের পক্ষে রেজিষ্ট্রিকৃত আমমোক্তারগ্রহীতা ও স্বয়ং -শ্রী জিমুতা প্রান মল্লিক, পিতা-স্বর্গীয় জগৎপতি মল্লিক, সম্পত্তির পরিমান-৬৭ (সাতষট্টি) শতক শালি সম্পত্তি, সন্তোষপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, মৌজা-গৌরীবাটী, জে.এল. নং-৭, এল.আর. খতিয়ান নং-২৩৩৫, ২৩৩৬, ২৩৩৭, আর.এস. দাগ নং-১২৯৩, ১২৯৫, এল.আর. দাগ নং-১৬৮৭, ১৭৫৪, এই স্থিত সম্পত্তি আমার মক্কেল খরিদ করিয়া মিউটেশন করিতেছেন, যাহার নং (1) MN/2024/0608/2881, (2) MN/2024/0608/2882, (3) MN/2024/0608/2931, (4) MN/2024/0608/2932, (5) MN/2024/0608/2950, (6) MN/2024/0608/3533, উক্ত সম্পত্তি লইয়া কাহারও বৈধ আপত্তি থাকিলে, অদ্য ১৯.০৪.২০২৪ তারিখ হইতে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে তারকেশ্বর বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে অথবা নিম্ন ঠিকানায় বৈধ কাবজপত্র লইয়া যোগাযোগ করুন, অন্যথায় মেয়াদান্তে কাহারও দাবী বৈধ হইবে না।

সুকুমার নস্কর
অ্যাডভোকেট, রেজি ঃ নং. ঃ F/81/78/91
গৌরীবাটী, তারকেশ্বর, হুগলী, পিন-৭১২৪১০
মোবাইল নং-৯০০২৮৭৬০৮৬

বিজ্ঞপ্তি

আমি সেখ সুরাত আলি,পিতা সেখ কামাল উদ্দিন, সাং - বড় খেজুরিয়া, পোস্ট এ্যাডকোনগর, থানা মগরা,জেলা-হুগলী, আমি গত ইংরেজির ২২/০৩/২০২৩ তারিখে **সামসুদ্দিন আহম্মদ, মহিমুদ্দিন আহম্মদ, রসুলা বিবি, জাহানারা বেগম, রাবেয়া খাতুন, মনোয়ারা বেগম, সেখ আব্দুল হাফিজ, সেখ ফিরোজ আহমেদ, সেখ মুস্তাক আহমেদ, সাহিনা সুলতানা, রীতা বেগম, মহঃ সিরাজ, মহঃ ফারুক** সকলের কাছ থেকে হুগলী সদর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২৫০৯ নং দলিলে লিপিবদ্ধ সপ্তগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খামারপাড়া মৌজায় হাল.এল.আর ২৪ নং দাগে হাল এল.আর ৬৭২/১ নং খতিয়ানে ২৮ শতক সম্পত্তি আমমোক্তারনামা দলিল সূত্রে প্রাপ্ত হই। উক্ত সম্পত্তি আমি ইংরেজির ২২/০১/২০২৪ তারিখে বড় খেজুরিয়া নিবাসী আমিনা বিবি খাতুন নামীয় আমার আমমোক্তার দলিলে প্রাপ্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি বা করিতেছি। উক্ত সম্পত্তিতে আমিনা বিবি খাতুন ভবিষ্যতে হুগলী জেলার অন্তর্গত মগরা-চুঁচুড়া বি.এল. এন্ড এল.আর.ও অফিসে নাম খারিজ করিবে। ইহাতে কারও কোনো অভিযোগ বা আপত্তি থাকিলে আগামী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসে উপযুক্ত প্রমানাদি সহ আপত্তি দাখিল করিবেন, নতুবা আইন মোতাবেক কার্য্য সম্পাদন হইবে।

ইতি,
সেখ সুরাত আলি

বিজ্ঞপ্তি

PUBLIC- NOTICE
Original Title Deed of Conveyance in respect of land measuring about **3 Decimal** more or less, lying & situate at **Mouza-Keota,** J.L. No.-7, R.S. No.- 482, Touzi No.-419, comprised in R.S. Dag No.- 5226/5408 & 5226/5411 under R.S. Khatian Nos.-1727 corresponding to L.R. Dag No.- 912 & 913 (New), 1375/2 (old), at P.S.- Chinsurah within Bandel Gram Panchayat, District- Hooghly. Said Original Deed of Conveyance dated 20-06-1989, was duly registered in the office of S.R.-Hooghly and recorded in Book No.-I, Volume No.- 52, Page Form 451 to 456, Being No.- **4187** for the year **1989,** said deed has been lost & misplaced. That a General Diary being **G.D.E. No.- 700** was lodged on **29-10-2023** with Chinsurah, Police Station by my client **SOHAM RAM.** The said deed was not mortgaged before any bank and my client wish to offer the said property as a mortgage for a loan facility. If anybody get the said deed or having any claim, should lodge a claim with us within 15 days from this date, failing which no such claim shall be entertained.

Ritu Hela
Advocate
Barrackpore Court
Mobile: 9748856804

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২২ শে এপ্রিল, ৯ ই বৈশাখ সোমবার। চতুর্দশী তিথি। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধে র মহাদশা। বিংশোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : অতীতের কোন বন্ধু বা বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। দেবদেবীর ঐশ্বরিক কৃপা পাওয়া যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। যারা সেলস পারসন, তাদের নতুন যোগাযোগ বৃদ্ধি। স্কুল কলেজে শিক্ষকতা করেন যারা, তাদের শুভ যোগ। জমি বাড়ি বাস্তুতে শুভ। গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, এক মনে দেবাদিদেব মহাদেবের ছবি কল্পনা করুন, নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃষ রাশি : একরাশ দুশ্চিন্তা থাকবে। যে বান্ধব আজ আপনার পাশে দাঁড়াবে বলেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন না। সকালে পরিবারে বাজার করা। দোকান করা। এইসব নিয়ে ছোট ছোট বিতর্ক বড় তর্কের আকার ধারণ করবে। প্রেমে অশান্তিদায়ক অবস্থান। ছাত্র-ছাত্রীদের অশুভদায়ক। সতর্ক থাকা শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বেলে, ভগবান শিবের ধ্যান করুন নিশ্চয়ই ভালো হবে।

মিথুন রাশি : দুপুর বারোটা পর্যন্ত শুভ। তারপরে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল। প্রেমের বিষয়ে কোনো গুপ্ত কথা প্রকাশ্যে আসতে পারে। যা নিয়ে পরে, কলহ বিবাদ বৃদ্ধি হবে। সেল্স রিপ্রেসেন্টেটিভ যারা, তাদের যোগাযোগে বাধা। রেল বা পোস্ট অফিস সংক্রান্ত বিভাগে যারা চাকরি করেন, তাদের বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সতর্ক থাকা ভালো। গৃহ মন্দিরে কপূর আরতি করুন মা কালীর ছবিতে। শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্দিরে দান প্রদানে শুভ। পুরাতন বান্ধব বাড়িতে আসার সম্ভাবনা। আপনার কোন নিমন্ত্রণে যাওয়ার কথা। দোকান বাণিজ্য যারা করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তি। ম্যানুফ্যাকচারিং বাণিজ্য যারা করেন, তাদের নতুন যোগাযোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমে ও শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে, সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, আগামী তে ভোগ দান করুন সর্ব বিপদ নাশ হবে। আজ, ১১ টি প্রদীপ জ্বালুন গৃহ মন্দিরে।

সিংহ রাশি : বহুদিনের কোনো ভাবনা, আজ শুভ হয়ে ব্যবসা বৃদ্ধির সহায়তা করবে। পরিচিত যে জন আপনাকে ব্যবসায় সহযোগিতা করবে বলেছিলেন, তিনি আজ আসছেন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি। গৃহ মন্দিরে প্রদীপ জ্বালুন। কোপূর দিয়ে আরতী করুন মহাকালীর শক্তিকে পুজো করুন শুভ হবে। আগামী অমাবস্যা তে আপনার পছন্দের একটি ভোগ, গৃহ মন্দিরে নিবেদন করুন। শুভ হবে।

কন্যা রাশি : পরিবারে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। ভুল বোঝাবুঝির দ্বারা নিজ সম্মান খুন্ন হবে। নারীর বুদ্ধির দ্বারা, অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। আজ গৃহতে প্রদীপ জালুন কপূর জালুন, নিশ্চিত শুভ হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির যে সম্ভাবনা ছিল তা একটু বাধা পড়বে। যারা লেখালেখি করেন, তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর অশুভ নজর থাকবে।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রেমে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ের কথা পাকা হতে পারে। কর্মে নতুন উদ্যোগ ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। যে প্রতিবেশীকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি পালন করার জন্য, সৌভাগ্যবৃদ্ধি হবে। বান্ধব যোগ শুভ।। আপনার পছন্দের ভোগ দিয়ে মহাকালীর সামনে নিবেদন করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকবে। প্রেমিক যুগল সফলতা পাবেন, তবে অতি ব্যয় থেকে সতর্ক থাকা ভালো। যারা উচ্চবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে।কর্মের অনুসন্ধান যারা করছেন তারা আগামী অমাবস্যা তে যোগে কালিকা পুজো মায়ের চরণে ভোগ নিবেদন করুন।

ধনু রাশি : প্রতিবেশীর দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। স্বজন বান্ধব দারা ছোট ভ্রমণের সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে শুভ বিশেষত যারা টেকনিক্যাল এবং মেকানিক্যাল কাজ করেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। আজ বাণিজ্যে অর্থ লগ্নি করতে পারেন। বাণিজ্য প্রসারে বিজ্ঞাপন বাবদ বা বিশেষ কোন খাতে লগ্নি করতে পারেন। বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। তবে ব্যয় বেশি হবে। অমাবস্যা তে মহাকালির সামনে ভোগ নিবেদন করুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে তাতে ছোট ঘটনা কে, কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। নিজেকে সংশোধন করলে শুভ হবে। ধৈর্য রাখা, মাথা ঠান্ডা রাখা, অন্যের কথা বেশি শোনা, তাহলে শান্তির বাতাবরণ। অমাবস্যা তিথি তে মহাকালী র সামনে ভোগ নিবেদন করুন, মহাকালী দেবী আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবেন।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব ভুল বোঝাবুঝি। বিতর্ক তৈরি হবে। অমাবস্যা দেবী মহাকালীর পুজো, গোটা নারিকেল দান। পঞ্চ প্রদীপ আরতী করুন। কপূর আরতি করুন। মহাদেবের সামনে। ছাত্র-ছাত্রীদের সতর্ক থাকতে হবে যে কোন সময় মনে নৈরাশ্য হতাশা হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা।

মীন রাশি : আজ পুরাতন বান্ধব ও বান্ধবীর দ্বারা শুভ উপদেশ পাবেন, যা ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে লাগবে। বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। এই তিথিতে গোটা ফল দান করুন। শুভ হবে প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা এবং সন্তানের বিষয়ে যে জটিলতা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

রাজ্যকে টিবির ওষুধ দিচ্ছে না কেন্দ্র! অভিযোগ রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: টানা ৬ মাস ধরে বাংলার টিবি রোগীদের ওষুধ পাঠাচ্ছে না কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের সেন্ট্রাল টিবি ডিভিশন। যার ফলে চরম সঙ্কটে পড়েছেন রাজ্যের যদারোগীরা। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ তুলল রাজ্য।

রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রের খবর, নিয়মিত ওষুধ না খেলে যদারোগীদের আশেপাশের মানুষও সংক্রামিত হতে পারেন। সেক্ষেত্রে এক ধাক্কায় টিবিরোগীর সংখ্যা বেড়ে যেতে পারে। উপায় না থাকায় বহুজাতিক সংস্থার কাছ থেকে ওষুধ কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। ইতিমধ্যে পশ্চিম মেদিনীপুর-সহ বিভিন্ন জেলায় জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকরা বাজার থেকে ওষুধও কিনছেন যদারোগীদের জন্য।

সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের সেন্ট্রাল টিবি ডিভিশন থেকে গত ৬ মাস ধরে নিয়মিত ওষুধ পাঠাচ্ছে না। ফলে যদারোগীদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। সমস্যা মেটাতে আমরাই ওষুধ ক্রয় করে রোগীদের দিচ্ছি।'

২০২৫ সালের মধ্যে ভারতকে যদামুক্ত করার ডাক দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেখানে যদার জীবনদায়ী ওষুধ সরবরাহে কেন্দ্রের উদাসীনতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে বিভিন্ন মহলে। স্বাস্থ্য দপ্তরের এক কর্তা বলেন, 'যদার ওষুধ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিলে অধিকাংশ আক্রান্ত সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যান। বাকি ১-২ শতাংশ ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবি রোগীকে হাতেগোনা কিছু ওষুধ ও ইঞ্জেকশন নিতে হয়। তাহলে তাঁদের রোগ নিয়ন্ত্রণে থাকে। কেন্দ্রের এই নির্ধারিত ওষুধ সরবরাহ অনিয়মিত হওয়ায় যদারোগীদের প্রাণ সংশয়ের পাশাপাশি আশেপাশে সংক্রমণের আশঙ্কা বাড়ছে।'

স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ড্রাগ সেনসেটিভ যদারোগীদের সরকারের তরফে ছ'মাসের ওষুধের কোর্স করানো হয়। নির্দিষ্ট ডোজের ওই ওষুধ খেলে রোগীরা সেরে ওঠেন। কিন্তু গত ৬ মাস ধরে ওই ওষুধই দিল্লি থেকে নিয়মিত কলকাতায় আসছে না।

পদ্মের বীজ ছড়িয়ে হাওড়া সদরে পদ্ম ফোটানোর সংকল্প রথীনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: রবিবার একদিকে তীব্র গরমের দাবদাহে যেখানে সকলেই হাঁসফাঁস করছে, সেই গরমকে উপেক্ষা করে হাওড়ার ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড এর মধ্যে মৌরিগ্রাম, নেতাজিনগর, পুইল্যা, গরপা এলাকাতে নির্বাচনী প্রচারে জনসংযোগ সারলেন হাওড়া সদরের গেরুয়া শিবিরের প্রার্থী চিকিৎসক রথীন চক্রবর্তী। শুধু তাই নয়, এদিনের প্রচারে এক অভিনব উপায়ে নিজের প্রচার সারলেন রথীন।

পথে যাওয়ার মাঝে একটি পুকুরে দু'হাতে পদ্মের বীজ ছড়িয়ে রথীন বলেন, 'আগামী দিনে চোর মুক্ত, সন্ত্রাস মুক্ত এবং মাতৃ শক্তি সুরক্ষিত পড়াশোনায় মনীষায় শ্রেষ্ঠ বিকশিত বাংলায় পদ্ম ফুটতে যাচ্ছে। সেই বাংলাকে আমরা দেখব তার জন্য এই পুস্করিণীর মধ্যে পদ্মের বীজ দিলাম। অবশ্যই তা ফুটবে। এই পদ্মের ফুল আজকে সারা ভারতবর্ষে বিকশিত। সারা বিশ্বে তার জায়গা করে নিয়েছে।' রথীন আরও দাবি করে বলেন, 'প্রকৃতিতে কোনো জিনিসই অপ্রয়োজনীয় নয়। অপ্রয়োজনীয় জিনিষকেই প্রয়োজনীয় করে তোলা হচ্ছে।'

পাশাপাশি রথীন দাবি করে বলেন, এই নির্বাচনে চোর মুক্ত বাংলা দেখবে। আর তাই প্রকৃতির কোলে নিজের নির্বাচনী ক্ষেত্রে পুকুরে পদ্মের বীজ ছড়িয়ে নিজের জয়কে সুনিশ্চিৎ বলেই দাবি করেন হাওড়ার প্রাক্তন মহানাগরিক ও বিজেপির প্রার্থী রথীন চক্রবর্তী।

৩১ মার্চ পর্যন্ত ব্লু লাইন থেকে গ্রিন লাইনে যাত্রা ৪.৫ লাখ মানুষের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ২০২৪-এর ১৫ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত ব্লু লাইনের বিভিন্ন স্টেশন থেকে গ্রিন লাইন ২-এর বিভিন্ন স্টেশনে প্রায় ৪.৫ লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করেছেন। এসপ্ল্যানেড ইন্টারচেঞ্জিং স্টেশন ব্যবহার করে, কবি সুভাষ, কালীঘাট, দমদম এবং দক্ষিণেশ্বরের যাত্রীরা এখন হাওড়া, হাওড়া ময়দান এবং মহাকরণের মতো জায়গায় পৌঁছনোর জন্য গ্রিন লাইন ২ পরিষেবাগুলি সহজেই ব্যবহার করছেন। ব্লু লাইন এবং গ্রিন লাইনের এই আন্ত ঃসংযোগ এই যাত্রীদের সময় বাঁচিয়েছে এবং দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি ইত্যাদির দূরবর্তী অঞ্চল থেকে আসা যাত্রীদের মসৃণ ও বিনা বাধায় পরিষেবা দিচ্ছে। এই ৪.৫ লক্ষ যাত্রীর মধ্যে ২.৩২ লক্ষ যাত্রী ব্লু লাইনের বিভিন্ন স্টেশন থেকে এসপ্ল্যানেডে তাদের যাত্রা শেষ করেছেন।

কলকাতা মেট্রোর পরিসংখ্যান অনুসারে, উক্ত সময়ের মধ্যে প্রায় ২১৬০০ জন যাত্রী দমদম মেট্রো স্টেশন থেকে গ্রিন লাইন ২-এর বিভিন্ন স্টেশনে ভ্রমণ করেছেন এবং প্রায় ২০,০০০ জন যাত্রী রবীন্দ্র সদন থেকে হাওড়া ময়দান, হাওড়া এবং মহাকরণের মতো জায়গায় এসপ্ল্যানেড-এ যাত্রা করেছেন। এই সময়ের মধ্যে প্রায় ১৯ হাজার যাত্রী কালীঘাট থেকে গ্রিন লাইন ২-এর বিভিন্ন স্টেশনে যাতায়াত করেছেন। কবি সুভাষ থেকে গ্রিন লাইন ২-এর বিভিন্ন স্টেশনে প্রায় ১২,১০০জন যাত্রী যাতায়াত করেছেন। প্রায় ৯,৬০০ জন যাত্রী দক্ষিণেশ্বর থেকে গ্রিন লাইনের এই অংশের বিভিন্ন স্টেশনে যাতায়াত করেছেন।

এই ইন্টারচেঞ্জকে মসৃণ ও আরও নমনীয় করার জন্য, ওল্ড এসপ্ল্যানেড স্টেশন (ব্লু লাইন) এবং নিউ এসপ্ল্যানেড স্টেশনের মধ্যে যাত্রীদের নির্বিঘ্নে যাতায়াতের জন্য কিউ ম্যানেজার ইনস্টল করা হয়েছে। এতে সব যাত্রী খুব সহজেই যাতায়াত করতে পারছেন। এর পাশাপাশি লাগানো হয়েছে অসংখ্য ব্যানার এবং স্টিকার। যার সাহায্যে যাত্রীরা তাঁদের প্রবেশ এবং প্রস্থান পথ, এসকেলেটর এবং প্রয়োজনীয় ট্রেন সহজেই খুঁজে পান। এর পাশাপাশি একইসঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করছেন মেট্রো কর্মী এবং আরপিএফ কর্মীরা, যাতে ব্যস্ত সময়ে এসপ্ল্যানেডে যাত্রীদের নির্বিঘ্নে যাতায়াত সম্পন্ন হয়।

সবজি, ফল উৎপাদনে উন্নত প্রযুক্তি দেবে ডাচ সংস্থা

সুবীর মুখোপাধ্যায়

রাজ্যের উন্নতমানের সবজি এবং ফলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য নেদারল্যান্ড সংস্থার সঙ্গে চুক্তি বদ্ধ হতে চলেছে রাজ্যের সরকার। উন্নত মানের প্রযুক্তি সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে সরকারকে। আর এই ব্যাপারে শীঘ্রই একটি মৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত করতে চলেছে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং উদ্যান পালন দপ্তর। চলতি এপ্রিল মাসের মধ্যে এই কাজ শেষ করে ফেলা হবে। নেদারল্যান্ড সংস্থাটি এই ব্যাপারে দপ্তরের কাছে এই কাজের জন্য সেন্টার অফ এক্সিলেন্সের জন্য একটি ডিপিআর চেয়েছে। দপ্তর এই কাজ করার জন্য পুরুলিয়ার একটি প্রত্যন্ত এলাকা পাঞ্চা ব্লক এলাকাটি চিহ্নিত করেছে। আর দেরি না করে ডাচ গর্ভমেন্টের কাছে একটি ডিটেইলস প্রজেক্ট রিপোর্ট পাঠাতে উদ্যোগী হয়েছে দপ্তরের কর্তারা। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব সুব্রত গুপ্ত জানিয়েছেন, পাঞ্চা এলাকাটি পুরুলিয়ার শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে। ডাচ সংস্থার সহযোগিতায় পেলে চাষিরা উপকৃত হবেন। বৃষ্টিপাত কম হলে শুখনো বা খরা জমিতে কিভাবে জলের সংরক্ষণ এবং জল যোগান দিয়ে চাষ করা সম্ভব, নেট, প্রাকৃতিকভাবে ভেন্টিলেটেড পলি হাউজে উন্নতমানের কাজ করা সম্ভব, সে ব্যাপারে ডাচ বিশেষজ্ঞরা চাষিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। এই ব্যাপারে উন্নত প্রযুক্তি পাওয়া যাবে এই ডাচ সরকারের তরফে। চাষিরা জানতে পারবেন কিভাবে খরা জমিতে উন্নত মানের ফসল উৎপাদন করা সম্ভব। দপ্তর সূত্রে খবর, এই প্রজেক্টের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন। রাজ্যের সরকার আশাপ্রকাশ করছে কেন্দ্র এই ব্যাপারে তাদেরকে ছাড়পত্র দেবে। দপ্তরের কর্তাদের ধারণা ডাচ সংস্থার উদ্যোগ সফল হলে কৃষিক্ষেত্রে বড় সাফল্য পাওয়া যাবে।

আমি ঘাটালে না দাঁড়ালে হিরণ চাপমুক্ত হত, হাওড়াতে সাংবাদিকদের প্রশ্নে ঈষৎ হোঁচট দেবের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: রবিবার বিকালে হাওড়ার আন্দুল রাজবাড়ির মাঠে হাওড়া সদরের তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী জনসভাতে আসেন ঘাটালের তৃণমূল প্রার্থী দীপক অধিকারী। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মাঝে 'হিরণের জায়গাতে অন্য কেউ দাঁড়ালে কতটা চাপমুক্ত থাকতেন?' শুনেই কে বলছে এই কথা বলে পালটা প্রশ্ন ছোঁড়েন দীপক অধিকারী ওরফে দেব। এরপরই পরিস্থিতি সামলে নিয়ে তিনি বলেন, 'তোমায় কে বলল হিরণ আমাকে চাপ দিচ্ছে, হিরণ তো নিজেই চাপে আছে বলেই উল্টোপাল্টা বকছে বলেই আমার মনে হয়। আমি যেটা নিশ্চিৎ করেছিলাম ঘাটালে না দাঁড়ালে হিরণ চাপমুক্ত হত। আমি চাপে নেই, হিরণ চাপে আছে। আর ঘাটালের মানুষ এতদিনে নিশ্চিত করে নিয়েছেন কাকে ভোট দেবেন, এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।' এরপরই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে বলে সেটা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে দেব পাল্টা বলেন যে, কাজগুলো হয়েছে সেটা নিয়ে সংবাদমাধ্যম বলছে না। দেব পাল্টা দাবি করে বলেন, 'রাস্তাঘাট তৈরি থেকে শুরু করে বন্যার সময় মানুষের পাশে থাকা, এই কাজগুলো সংবাদ মাধ্যমের চোখে পড়ে না। আমার মনে হয় সরকারের কাজের শেষ হয় না, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা আরও বাড়তে থাকে। অনেক কাজ হয়েছে, যে দল মানুষের প্রত্যাশামতো কাজে টিকে থাকবে, মানুষ তাকেই ভালোবাসবে।'

পাশাপাশি দীপক অধিকারী দাবি করে বলেন, তার বিরুদ্ধে হিরণ যে কথাগুলো বলছে সেগুলো না বললে সংবাদমাধ্যমের সামনে পাত্তা পাবে না, আর সেটা হলে দল পাত্তা না দিয়ে টিকিট দেবে না। তাই নিজেকে টিকিয়ে রাখতেই এইসব কথা বলছে। রবিবারের সভা থেকে দেব দাবি করেন হাওড়া সদর কেন্দ্রে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় আরো বেশি ভোটে জয়ী হবেন।

রবিবার বীজপুর বিধানসভায় হাজিনগর থেকে মারোয়ারিকল হনুমান মন্দির পর্যন্ত রামনবমী শোভাযাত্রায় পা মেলালেন ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং।

প্রবাসী বিজ্ঞানীকে সম্মান দিল ভাষা সংসদ-অনুবাদ পত্রিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান বিষয়ক 'নেচার' পত্রিকার লেখিকা কানাডা প্রবাশী আনন্দী ভট্টাচার্যকে তার বহুমুখি কাজের জন্যে সম্মানীত করল কলকাতার ভাষা সংসদ-অনুবাদ পত্রিকা। কলকাতার ভবানীপুর এডুকেশান সোসাইটিতে এক অনুষ্ঠানে এই সংস্থার পক্ষ থেকে এক অনুষ্ঠানে তার হাতে 'অনন্য সৃজন' পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতোকোত্তর করে স্কলারশীপ নিয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্যে আমেরিকা যান আনন্দী। তারপর এইচআইভি নিয়ে গবেষণা শুরু করেন কানাডার টরেন্টোতে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে নানারকম পুঁতি সংগ্রহ করে মালা গেঁথে বন্ধুদের উপহার দেওয়া ছিল তাঁর নেশা ও ভালোবাসা। গান, নাচ এবং আঁকাতেও তিনি সমান পারদর্শী। কোভিডের ঠিক আগে স্বামী এবং শিশুপুত্রকে নিয়ে ভারতে ফিরে আসেন। স্বামী আইআইএম বেঙ্গালুরুতে অর্থনীতির অধ্যাপক। সেই সূত্রে বর্তমানে তিনি বেঙ্গালুরুতে থাকেন। আনন্দী জানান, তার কাজের জন্যে এই পুরস্কার পেয়ে তিনি খুবই খুশি। তিনি বলেন, কোভিডের পর দেশে ফিরে তার নেশাই হয়ে ওঠে তাঁর পেশা। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ইদনানা ক্রিয়েশনস্' বিখ্যাত পত্রিকা সানন্দার বোধন ২০২৩ সংখ্যায় গহনার আলোকচিত্র সহ আলোচিত ও সমাদৃত। খুব শীঘ্রই আনন্দী-র ইদনানা ক্রিয়েশনস্ হীরের অলঙ্কার এর জগতে প্রবেশ করছে।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ২২ এপ্রিল ২০২৪ ৯ বৈশাখ ১৪৩১ সোমবার

মমতার বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্যের অভিযোগে অমিত মালব্যের বিরুদ্ধে

অভিযোগ দায়ের চন্দ্রিমার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে 'আপত্তিকর' মন্তব্যের অভিযোগ। বিজেপি-র আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্যের বিরুদ্ধে রবিবার গড়িয়াহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার প্রথম দফার নির্বাচনের দিন বিকেল ৪টে ১৭ মিনিটে এক্স হ্যান্ডলে একটি ভিডিও পোস্ট করেন অমিত মালব্য। সেই ভিডিয়োতে অমিত দাবি করেন, জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সম্পর্কে 'আপত্তিকর' মন্তব্য করেছেন মমতা। যদিও এই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করে দেখেনি একদিন। আর এরই সূত্র ধরে তাঁর অভিযোগে চন্দ্রিমা লেখেন, 'অভিযুক্ত (অমিত মালব্য) নিজের এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে দাবি করেছেন, মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে অসংসদীয় ও অশ্লীল শধ ব্যবহার করেছে। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও তাঁর ভাবমূর্তিতে ইচ্ছাকৃত ভাবে আঘাত হানার চেষ্টা।' এরই পাশাপাশি অমিতের বিরুদ্ধে চন্দ্রিমার অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী তথা নারী সমাজকে অপমান করেছেন অমিত। সঙ্গে এও বলেন, 'উনি আমাদের নেত্রীর বক্তব্যকে বিকৃত করেছেন। একজন মেয়ে ও বাংলার মা হিসাবে আমি লজ্জা বোধ করছি। আমাদের নেত্রীকে সবাই জানেন। আর সবাই জানেন তিনি কী সংস্কৃতি বিশ্বাস করেন। সেই কারণেই তিনবার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। সুতরাং এই ভাবে তিনি টুইট করেছেন। ওই শধটার ইংরেজি করলে কি শুদ্ধ হয়ে যায় নাকি? এই জন্যই আমরা বলি বহিরাগতর দল এখানে এসেছে।'

এদিকে সূত্রে খবর, অভিযোগপত্রের সঙ্গে অমিত মালব্যর এক্স হ্যান্ডেল পোস্টের স্ক্রিনশটও দেন চন্দ্রিমা। চন্দ্রিমার দাবি, সমাজে বিভেদ ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি করতে এবং শান্তি বিঘ্নিত করতে ওই পোস্ট করেছেন অমিত। এমনকী একজন মহিলা হিসাবে অমিত মালব্যর ওই তাঁকে পোস্ট শঙ্কিত করেছে বলেও দাবি করেছেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০০ এবং ৫০৯ ধারায় অমিত মালব্যর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পুলিশকে আবেদনও জানান তিনি।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে অমিত মালব্যের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থও হয় তৃণমূল। সেই সময় শাসকদলের অভিযোগ ছিল, সোশ্যাল মিডিয়ায় অসত্য খবর রটিয়ে সাম্প্রদায়িক অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করছেন বিজেপি নেতা। কিছুদিন আগে রানাঘাটের বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকারের ভোট প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনায় এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্ট করেছিলেন অমিত। সেই পোস্টেই আপত্তি তুলে তৃণমূল দ্বারস্থ হয় কমিশনের।

কারণ, এক্স হ্যান্ডেলে পোস্টে অমিত মালব্য লেখেন, 'তৃণমূল মতুয়া সম্প্রদায়কে ঘৃণা করে, আরও বেশি করে ঘৃণা করে দেশে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন চালু হওয়ার পর থেকে।' সেই পোস্টের প্রেক্ষিতে তৃণমূলের অভিযোগ ছিল, রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতেই মিথ্যা কথা বলছে বিজেপি। সাম্প্রদায়িক বিবাদ সৃষ্টির চেষ্টা করছে।

উপাচার্যহীন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের সিদ্ধান্ত

আজ রাজভবনে ডাকা হল পদপ্রার্থীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্যে উপাচার্যের পদ শূন্য থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ জন অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আচার্য সিভি আনন্দ বোস। সেই অনুযায়ী রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত প্রার্থীদের রাজভবনে ডেকে আলোচনা শুরু হয়েছে। রাজভবনের তরফে জানানো হয়েছে, শনিবারের পর সোমবার আরও কয়েকজন অন্তর্বর্তী উপাচার্য পদপ্রার্থীকে ডাকা হবে। উল্লেখ্য, শনিবার রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত ৮ জন প্রার্থীকে রাজভবনে ডাকা হয়েছিল। সেখানে প্রাক্তন যে সব উপাচার্যদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ ছিল, তা খতিয়ে দেখা হয়। তবে, শনিবার রাজভবনে হওয়া আলোচনায় রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস নিজে উপস্থিত ছিলেন না। যা নিয়ে নতুন বিতর্ক শুরু হয়েছে। রাজভবনের বিরুদ্ধে 'অসম্মানের' অভিযোগ তোলা হয়েছে। তারপরেও সোমবার ফের কয়েকজনকে রাজভবনে তলব করা হয়েছে। কারণ, শনিবারের আলোচনায় অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। কেউ কেউ আবার অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য হতে রাজি হননি বলে রাজভবনের তরফে জানানো হয়েছে। রাজভবন সূত্রের দাবি, রাজভবনে কয়েক জনকে ডাকা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে তিনজন আলোচনায় আসেননি। আর যে তিনজন অংশ নিয়েছিলেন, তাঁরা তাঁদের পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগের দাবি জানিয়েছেন। তবে, তাঁরা ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে আগে থেকেই অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য হিসেবে কাজ করেছেন। যে কারণে এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে, দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য পদ শূন্য। সেখানে অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য হতে দু'জন ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন। তাই, সরকারের তরফে প্রস্তাবিত আরও কিছু প্রার্থীকে সোমবার আলোচনার জন্য ডাকা হবে।

উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে রাজ্যের পাঠানো ৩১ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভাব্য উপাচার্যদের নামের তালিকা থেকে আচার্য ৬ জনকে নিয়োগ করতে রাজি হয়েছেন। পরবর্তীতে গত ১৮ এপ্রিল কেন্দ্রের অ্যাটর্নি জেনারেল আর ভেঙ্কটরামানি কলকাতায় আসেন। তিনি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেন। এর আগের বৈঠকের রিপোর্ট গত ১৬ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে রিপোর্ট পেশ করা হয়েছিল। তারপরেই রাজ্যপালের সঙ্গে অ্যাটর্নি জেনারেলের এই বৈঠক হয়েছিল। যদিও, সে সংক্রান্ত কোনও তথ্য রাজভবনের তরফে জানানো হয়নি।

এন্টালি মার্কেটে রবিবাসরীয় নির্বাচনী প্রচারে বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়। ছবি: অদিতি সাহা

ক্লাবের শেড উদ্বোধন করার অভিযোগ পার্থ ভৌমিকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনস্থ মাঝিপাড়া-পলাশী গ্রাম পঞ্চায়েতের ধানকল ডিফেন্স কলোনি অমরজ্যোতি সংঘের টিনের শেড উদ্বোধন করে বিতর্কে জড়ালেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিক। অভিযোগ, নির্বাচন বিধি ভেঙে রবিবার তিনি ওই ক্লাবের নবনির্মিত শেডের উদ্বোধন করেন। যদিও তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিকের দাবি, তিনি ফিতে কেটে শেডের উদ্বোধন করেননি। একজন বয়স্কা মহিলা ফিতে কেটেছেন। তিনি ওই মহিলার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। স্থানীয় পঞ্চায়েত সমস্যা মিতুন পাণ্ডে জানান, বেশ কিছুদিন আগে ক্লাবের শেডটি নির্মিত হয়েছে।

এদিন স্থানীয় বিধায়ক পার্থ ভৌমিক নবনির্মিত শেডের উদ্বোধন করেন। ধানকল ডিফেন্স কলোনিতে ক্লাবের টিনের শেড উদ্বোধন নিয়ে বিদায়ী সাংসদ তথা ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের অভিযোগ, আদর্শ নির্বাচন বিধি ভেঙে তৃণমূল প্রার্থী কাঁচড়াপাড়া ধানকল ডিফেন্স কলোনিতে অমর জ্যোতি সংঘের টিনের শেডের উদ্বোধন করেছেন। এই বিষয়ে তিনি নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানাবেন।

তাঁর আরও অভিযোগ, নির্বাচন বিধি অমান্য করে উনি বিভিন্ন পুরসভাগুলোতে নির্বাচন বিষয়ক মিটিং করছেন। বিজেপি প্রার্থীর কথায়, বিজেপি কিছু করলেই মহকুমা শাসক নোটিস ধরিয়ে দিচ্ছেন। অথচ তৃণমূল নির্বাচন বিধি ভঙ্গ করলেও, মহকুমা শাসক নিশ্চুপ কেন? তা নিয়েও এদিন তিনি প্রশ্ন তুললেন।

তৃণমূলের শেষের শুরু হয়ে গিয়েছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: অসহ্য গরমের মধ্যেও রবিবার সকালে ব্যারাকপুরে প্রচার সারলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। এদিন তিনি নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের ব্যারাকপুর আর্দালি বাজার থেকে বাড়ি বাড়ি প্রচার শুরু করেন। বিস্তীর্ণ এলাকা ঘুরে তিনি এয়ারফোর্স গেটের সামনে প্রচার শেষ করেন। প্রচার শেষে পদ্ম প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, তৃণমূলের শেষের শুরু হয়ে গিয়েছে। তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে আয়োজিত মিটিং-মিছিলে এত জমায়েত। তাঁর দাবি, তৃণমূল সরকার চলে যাবে। এই সরকার আর বেশিদিন টিকবে না। পদ্ম প্রার্থীর বক্তব্য, পুলিশ-গুন্ডাদের ভয়ে অনেকেই 'আন্ডার গ্রাউন্ডে' থেকে তাঁর হয়ে ভোটের কাজ করছেন।

কেওয়াইসি আপডেট করার নামে প্রতারণা, গুজরাত থেকে ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বেসরকারি ব্যাংকের কর্মী পরিচয় দিয়ে কেওয়াইসি আপডেট করার নামে এক ব্যক্তির অ্যাকাউন্ট থেকে হাতিয়ে নেওয়া হয়েছিল প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক টাকা। এই অভিযোগ নথিভুক্ত হওয়ার পরই তদন্তে নামে রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তর। এরপর এই তদন্তের সূত্র ধরে গুজরাতের ভাবনগর থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে সিআইডি। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম দার্শিল পরেশ ভাই। দার্শিল পরেশ ভাই ভাবনগরেরই বাসিন্দা। সিআইডি-র সাইবার ক্রাইম থানার তদন্তকারীরা শুক্রবার রাতে বাড়ি থেকেই ওই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছেন। এরপর ধৃতকে শনিবার স্থানীয় আদালতে তোলাও হয়। সেখানে বিচারক তাকে ট্রানজিট রিমান্ডে ২৫ এপ্রিলের মধ্যে কলকাতা নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। এদিকে রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, অভিযোগকারী সোনারপুরের বাসিন্দা। তদন্তে নেমে জানা যায়, ব্যাংক কর্মী হিসাবে তাঁকে ফোন করা হয়েছিল ঝাড়খণ্ডের জামতাড়া থেকে। অভিযোগকারীর অ্যাকাউন্ট থেকে হাতিয়ে নেওয়া টাকা দিয়ে প্রতারকেরা অনলাইনে গিফট কার্ড কেনে। এক তদন্তকারী জানান, পরে সেই গিফট কার্ডের মাধ্যমে জিনিস কেনে ধৃত দার্শিল। তদন্তকারীদের দাবি, ধৃত গিফট কার্ড ভাঙিয়ে জিনিস কিনলেও তার ডেলিভারি হত পঞ্জাব এবং হরিয়ানাতে। ফলে এই প্রতারণা চক্রের সঙ্গে কারা জড়িয়ে তার বাকি সদস্যদের খোঁজ শুরু করেছেন সিআইডি আধিকারিকেরা।

> বেসরকারি ব্যাংকের কর্মী পরিচয় দিয়ে কেওয়াইসি আপডেট করার নামে এক ব্যক্তির অ্যাকাউন্ট থেকে হাতিয়ে নেওয়া হয়েছিল প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক টাকা। এই অভিযোগ নথিভুক্ত হওয়ার পরই তদন্তে নামে রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তর। এরপর এই তদন্তের সূত্র ধরে গুজরাতের ভাবনগর থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে সিআইডি। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম দার্শিল পরেশ ভাই।

এই প্রসঙ্গে সিআইডি আধিকারিকেরা এও জানান, আগে জামতাড়া গ্যাংয়ের প্রতারকেরা নিজেরাই ফোন করে টাকা হাতিয়ে তা দিয়ে জিনিস কিনত বা অ্যাকাউন্ট থেকে নগদ টাকা সরিয়ে নিত। কিন্তু বর্তমানে সিআইডির তদন্তে উঠে এসেছে, সেই পদ্ধতিতে বদল এনে এখন তিন-চার রাজ্যের প্রতারকেরা জড়িয়ে রয়েছে এই চক্রে। এক জায়গা থেকে ফোন করে প্রতারণা করা হচ্ছে। আবার অন্য রাজ্যে বসে থাকা ওই চক্রের অন্য প্রতারকেরা সেই টাকা দিয়ে গিফট কার্ড কিনছে। পরে সেই গিফট কার্ড ব্যবহার করে প্রতারকদের একটি অংশ গুজরাতের মতো জায়গা থেকে অনলাইনে কেনাকাটা করেছে। সেই জিনিস আবার ডেলিভারি হচ্ছে অন্য রাজ্যে।

অ্যাংলো ইন্ডিয়া জুটমিলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত বেল গোডাউন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শনিবার গভীর রাতে জগদ্দলের অ্যাংলো ইন্ডিয়া জুটমিলের বেল গোডাউনে ভয়াবহ আগুন লাগে। জানা গিয়েছে, বেল গোডাউনে মজুত রাখা হত 'উৎপাদিত সামগ্রী'। ঘটনাস্থলে দমকলের চারটি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজ চালিয়ে যায়।

তবে রবিবার ভোরের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। যদিও সংবাদমাধ্যমকে মিলের ভেতরে ঢুকতে দেয়নি মালিকপক্ষ। মিল শ্রমিক শৈলেশ সিং বলেন, ফিনিসিং গুডস মজুত রাখার বেল গোডাউনে আগুন লেগেছিল। দমকলের চারটি ইঞ্জিন এসে আগুন নেভায়। গোডাউনে মজুত রাখা সমস্ত মাল ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। এমনকী গোডাউনের বিল্ডিংটাও আগুনে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দমকলের প্রাথমিক অনুমান, শট সার্কিট থেকেই ওই গোডাউনে আগুন লেগেছে।

প্রবল গরমে অসুস্থ জ্যোতিপ্রিয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রবল গরমের জেরে সংশোধনাগারের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে গ্রেপ্তার প্রাক্তন খ াদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। সূত্রের খ বর, সংশোধনাগারের মধ্যেই চরম অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। নাক দিয়ে রক্তও পড়ে বলে খবর মিলেছে সংশোধনাগার সূত্রে। এছাড়াও হাইপারটেনশন সহ একাধিক সমস্যা থাকায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। প্রাথমিক ভাবে শারীরিক পরীক্ষা করার পর, প্রেসিডেন্সি জেল হাসপাতালের মেডিসিন, ডায়াবেটিক এবং কার্ডিয়োলজিস্ট চিকিৎসকদের ডেকে পাঠানো হয়েছিল। দুপুর থেকে চিকিৎসার পর শনিবার রাতের দিকে শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয় জ্যোতিপ্রিয়র। জেল সূত্রে খবর, অত্যাধিক গরমের কারণে প্রাক্তন মন্ত্রীর শারীরিক অবস্থা খারাপ হয়েছিল। এদিকে সংশোধনাগার সূত্রে খবর, এদিন অসুস্থ হয়ে পড়লেও জেল হাসপাতাল বা অন্য কোনও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়নি জ্যোতিপ্রিয়কে। জেলের সেলের মধ্যেই চিকিৎসা হয় তাঁর। দফায় দফায় চিকিৎসকরা এসে দেখে যান তাঁকে। জেল হাসপাতালে চিকিৎসকরা আপাতত কয়েক দিন পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে জ্যোতিপ্রিয়কে।

গত বছর ২৬ অক্টোবর রেশন দুর্নীতিকাণ্ডে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। এরপর সেদিনেই আদালতে পেশ করা হলে সেখানেই অসুস্থ হয়ে পড়তে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। এরপরই তাঁকে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। কয়েক দিন পরে হাসপাতাল থেকে ইডির হেপাজতে ফেরানো হয় তাঁকে। জেলে অসুস্থ হয়ে পড়ায় গত বছর নভেম্বর মাসে এসএসকেএম হাসপাতালেও ভর্তি করানো হয়েছিল জ্যোতিপ্রিয়কে। তারপর থেকে তিনি সেখানেই ছিলেন। চলতি বছর ১৩ জানুয়ারি এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে প্রেসিডেন্সি জেলে ফেরানো হয় জ্যোতিপ্রিয়কে। তবে, শনিবার অসুস্থ হলেও তাঁকে বাইরের কোনও হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়নি।

৯ বছর উপাচার্য ছিলেন, ১১ মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না প্রবীণ অধ্যাপক

অশোক সেনগুপ্ত

উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে রাজ্য-রাজ্যপাল মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। এ রকম পরিস্থিতিতে প্রায় ৯ বছর উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করা এক প্রবীণ অধ্যাপক ১১ মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। প্রাপ্য আদায়ের জন্য তিনি আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। ইতিমধ্যে আইনি লড়াইয়ে তাঁর পকেট থেকে বেরিয়ে গিয়েছে প্রায় ৬ লক্ষ টাকা।

উচ্চশিক্ষা দপ্তর সূত্রের খবর, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ডঃ সাধন চক্রবর্তীকে ২০১৫ থেকে আচার্য-রাজ্যপাল প্রথমে ছ'মাস করে দুই প্রস্থে, তারপর ৪ বছরের জন্য কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব দেন। এই মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে আরও ৪ বছরের জন্য (২০২৩-এর ২৭ মে পর্যন্ত) তাঁকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে বেআইনি নিয়োগের অভিযোগ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের একটি রায়ের প্রেক্ষিতে ২৩-এর ২৮ মে রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য-র সঙ্গে সাধনবাবুকেও পদত্যাগ করতে হয়। সেদিনই আচার্য-রাজ্যপাল তাঁকে তিন মাসের জন্য ফের কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব দেন। অধ্যাপকরা তাঁদের মূল কর্মস্থল থেকে 'লিয়েন' নিয়ে আচার্য-রাজ্যপাল এবং শিক্ষাদপ্তরের নির্দেশে উপাচার্যের দায়িত্ব দেন। সাধনবাবুও সেভাবে যাদবপুর থেকে আসানসোলে গিয়েছিলেন। গত ২৭ মে তাঁর উপাচার্যের মেয়াদ শেষ হলে বিধি মেনে তাঁর মূল বিভাগে অধ্যাপনায় ফিরে আসার জন্য সাধনবাবু যাদবপুরের তৎকালীন উপাচার্য ডঃ সুরঞ্জন দাসের কাছে আবেদনপত্র দেন।

এর ক'দিন বাদে অবসর নেন সুরঞ্জনবাবু। কিন্তু যাদবপুরের রেজিস্ট্রার সাধনবাবুকে লিখিতভাবে জানান, আগের মতো অধ্যাপনার দায়িত্বে যোগ দিতে গেলে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতিপত্র লাগবে। এই নির্দেশিকাকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে যান সাধনবাবু। তাঁর আইনজীবী বলেন, এই নির্দেশ অভূতপূর্ব এবং বেআইনি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আইন অথবা সনদে এরকম কোনও বিধান নেই। হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়, এই মামলায় কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়কেও 'পক্ষ' করতে হবে। সাধনবাবু সেই নির্দেশের বিরোধিতা করেও ডিভিশন বেঞ্চে যান। ডিভিশন বেঞ্চ গত অক্টোবরে সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ খারিজ করে যাদবপুরে পুরনো বিভাগে সাধনবাবুর প্রত্যাবর্তনের বিষয়টির নিষ্পত্তি করতে বলে। কিন্তু অভিযোগ, এজলাসে শুনানি না হওয়ায় মামলাটি ঝুলে থাকে। এই অবস্থায় ফের ডিভিশন বেঞ্চে যান সাধনবাবু। গত মার্চ মাসের শেষে ডিভিশন বেঞ্চ 'যত সত্বর সম্ভব' মামলার নিষ্পত্তি করানোর নির্দেশ দেয়। কিন্তু সেই নির্দেশও সার।

অধ্যাপক ও উপাচার্যরা সরকারিভাবে যথাক্রমে ৬৫ এবং ৭০ বছর পর্যন্ত কাজ করতে পারেন। এই অবস্থায় আর কয়েক মাস বাদেই প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সাধন ভট্টাচার্যর বয়স হবে ৬৫। যাদবপুরে যোগ দেওয়ার চিঠি না পাওয়ায় গত ১১ মাস বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর সুযোগ পাননি। বেতনও পাননি। আবার খাতায়-কলমে তিনি উপাচার্য বা অধ্যাপক কোনওটাই নন।

এ ব্যাপারে সাধনবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, উপাচার্য পদের মেয়াদ শেষে অপরাধী না হয়েও নিজের বিভাগে যোগ দিতে পারছি না। বেতন পাচ্ছি না ১১ মাস ধরে। গোটা দেশে কোনও প্রবীণ অধ্যাপককে কখনও এরকম অবস্থায় পড়তে হয়নি। ওপরমহলে জানাননি? তাঁর উত্তর, শিক্ষা দপ্তর সব জানে। যাদবপুরের এক আধিকারিকের বক্তব্য, হাইকোর্ট সাধনবাবুকে তাঁর পুরনো বিভাগে যোগ দেওয়ানোর নির্দেশ দিলে তা কার্যকর করা হবে। কিন্তু আর কোনও উপাচার্যর পুরনো বিভাগে যোগ দিতে আগের বিশ্ববিদ্যালয় অথবা আদালতের নির্দেশ আনার নজির আছে কি? সেই আধিকারিক বলেন, তা বলতে পারব না।

সব ঠিক থাকলে আগামী অগস্টেই নতুন রূপ পাবে কালীঘাট মন্দির

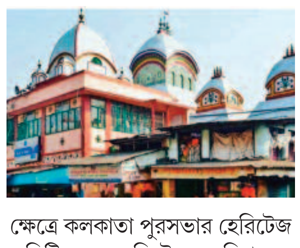

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সব ঠিকঠাক চললে আগামী অগস্ট মাসে নতুন রূপে সবার সামনে আসতে চলেছে কালীঘাট মন্দির। একইসঙ্গে উদ্বোধন হবে নতুন স্কাইওয়াকের, এমনটাই খবর সূত্রে। সম্প্রতি কালীঘাট মন্দির সূত্রে এও জানা গিয়েছে, যে ভাবে সংস্কারের কাজ এগোচ্ছে, তাতে আগামী অগস্ট মাসে কালীঘাট মন্দিরকে নতুন রূপে দেখা যাবে।

পাশাপাশি মন্দির কমিটি সূত্রে খ বর, মা কালীর মূল মন্দির, গর্ভগৃহ, ভোগঘর, নাটমন্দির, শিবমন্দির, কুণ্ডপুকুর, মন্দিরের চাতাল-সহ ভিতরে এবং বাইরের দেওয়াল, বলির জায়গা-সহ গোটা মন্দির চত্বর সংস্কার হচ্ছে। সংস্কারের এই যাবতীয় কাজ হচ্ছে কালীঘাট মন্দিরের ঐতিহ্য বজায় রেখেই। মা কালীর গর্ভগৃহ, ভোগঘর, নাটমন্দির, শিবমন্দির গ্রেড 'এ' হেরিটেজের তালিকাভুক্ত। তাই সংস্কারের জন্য এ ক্ষেত্রে কলকাতা পুরসভার হেরিটেজ কমিটি ও হেরিটেজ কমিশনের অনুমতি প্রয়োজন ছিল। পুরসভা ও হেরিটেজ কমিশনের অনুমতি পাওয়া যায় কয়েক মাস আগে। তাই কালীপুজোর পর মূল মন্দির ও গর্ভগৃহের সংস্কারের কাজ শুরু হয়। সব কাজ শেষ হলে আগামী অগস্ট মাসে নতুন ভাবে সংস্কার হওয়া মন্দির কমিটির হাতে তুলে দিতে পারে রিলায়্যান্স গোষ্ঠী।

এদিকে ২০১৯ সাল থেকে কালীঘাট মন্দির সংস্কারের দায়িত্ব দেওয়া হয় কলকাতা পুরসভাকে। মন্দির কমিটি ও পুরসভার মধ্যে স্থির হয়, ১৮ মাসের মধ্যে কালীঘাট মন্দির সংস্কার করা হবে। সেই মতো কাজও শুরু হয়। কিন্তু মন্দির কমিটি অভিযোগ করে, ১৮ মাসের মধ্যে মন্দির সংস্কারের কথা বলা হলেও, প্রায় চার বছর ধরে মন্দির সংস্কারের কাজ শেষ করতে পারেনি কলকাতা পুরসভা।

তবে এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুরসভার থেকে জানানো হয়, ২০১৯ সালের অগস্ট মাসে সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছিল। এদিকে ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে দীর্ঘ লকডাউনে মন্দির সংস্কারের কাজ বন্ধ রাখতে হয়েছিল। এছাড়া, কালীঘাট মন্দির চত্বর থেকে দোকান সরাতে পুরসভা কর্তৃপক্ষকে সমস্যার সামনে পড়তে হয়। এর পাশাপাশি বিভিন্ন পার্বণ, অমাবস্যা, পূর্ণিমা তিথি-সহ এমন অনেক দিন রয়েছে, যখন মন্দিরে এত বেশি ভক্তদের সমাগম হয়, ফলে ইচ্ছে থাকলেও কাজ করতে পারেনি পুরসভা।

সম্পাদকীয়

যারা হারিয়ে যান তারা আর ফিরে আসেন না, তাই বহুতল তৈরির জন্য সঠিক পদক্ষেপ প্রয়োজন

ভেঙে পড়া বহুতলের প্রোমোটার, স্থানীয় কাউন্সিলর, বরো চেয়ারম্যান, সর্বোপরি মেয়র এই ঘটনার যাবতীয় দায় কর্পোরেশনের বিল্ডিং বিভাগের আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের উপর চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা সাধু সাজতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। অস্বীকারের উপায় নেই, পুলিশ এবং প্রশাসনের একটি বড় অংশ লোভে পড়ে, চাকরি ও সম্মান বাঁচাতে শাসকের দলদাসে পরিণত হন। আর শাসক যখন বিপদে পড়েন তখন এঁদের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিতে এক মুহূর্ত সময় নেয় না। তাই জনপ্রতিনিধিদের মুখ থেকে প্রকাশ্যে প্রশাসনের লোক, ইঞ্জিনিয়ারদের গালিগালাজ শুনতে হয়, চোর অপবাদ পেতে হয়। দীর্ঘ দু'বছর ধরে চলা এই অবৈধ নির্মাণের অধিকাংশ তথ্য সবার গোচরে ছিল। তাই সকলে কমবেশি এই মর্মান্তিক ঘটনার দায় নিতে বাধ্য। কলকাতার বুকে বহু জলাশয় ভরাট করে তার উপর বেআইনি বহুতল নির্মাণ করা হয়েছে। বিল্ডিং নির্মাণের ব্যবসা এখন দুর্নীতির অন্ধকার জগৎ। কত সাধারণ মানুষ যে এদের হাতে প্রতিনিয়ত মানসিক নির্যাতন ভোগ করছেন, তা গণনাতীত। কলকাতা তো বটেই, জেলা শহর, মহকুমা শহর, ছোট শহর থেকে শুরু করে শহর-ঘেঁষা গ্রামগুলোতেও বেআইনি গৃহ নির্মাণ রমরমিয়ে চলছে। এই সব জায়গায় বড় বড় কোম্পানি বাড়ি নির্মাণের কাজ করে না। করেন স্থানীয় প্রোমোটাররা। জমি, বাড়ি তৈরির প্ল্যান অনুমোদন, রেজিস্ট্রি ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় দুর্নীতি চলছে। যাঁরা ফ্ল্যাট কিনছেন, তাঁদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত হতে হচ্ছে। গ্রামীণ এলাকায় পঞ্চায়েত শুধুমাত্র দ্বিতল বাড়ির প্ল্যান অনুমোদন করতে পারে। তৃতীয় এবং চতুর্থ তলের জন্য জেলা পরিষদের অনুমোদন দরকার। কোনও অনুমোদন না নিয়ে অনেক বাড়ির মালিক তৃতীয় তল কিংবা চতুর্থ তল বানিয়ে ফেলছেন। ত্রিতলের ভিত দেওয়া বাড়িও চারতলা হয়ে যাচ্ছে। অনেক বাড়ির সুপরিকল্পিত জল নিকাশি নেই। মিউনিসিপ্যালিটি, পঞ্চায়েতের নাকের ডগায় এই সব ঘটনা ঘটছে। পুলিশ, প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই। অনেক বসবাসের বাড়ির একতলায় হঠাৎ করে হোটেল বা অন্য ব্যবসা শুরু হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে সেই বাড়ির অন্যান্য বাসিন্দা ভীষণ অসুবিধার মধ্যে পড়ছেন। কখনও যদি বিরাট কিছু অঘটন ঘটে, তখন একে অপরকে দোষারোপ করা হয়। কিন্তু এই অঘটনে যাঁরা হারিয়ে যান, তাঁরা আর ফিরে আসেন না। তাই পুলিশ-প্রশাসনের ফ্ল্যাটবাড়ির দুর্নীতি চক্র ভেঙে ফেলার জন্য জরুরি পদক্ষেপ প্রয়োজন।

জন্মদিন

আজকের দিন

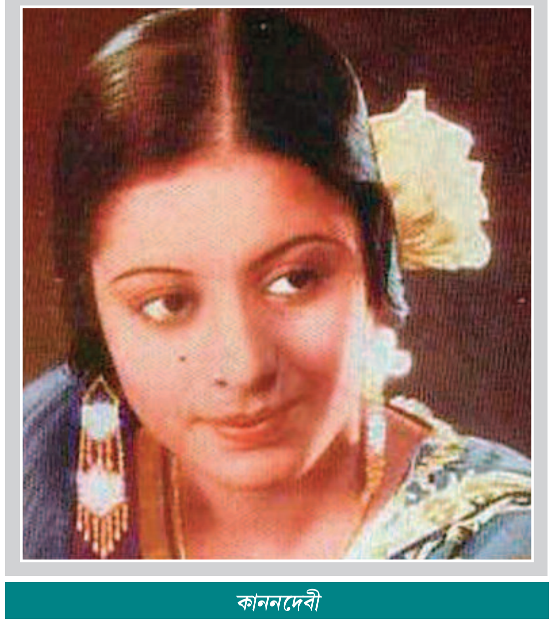

কাননদেবী

১৯১৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ও কণ্ঠশিল্পী কাননদেবীর জন্মদিন।*
১৯৬৫ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ রাম মাধবের জন্মদিন।*
১৯৭৪ *বিশিষ্ট লেখক চেতন ভগতের জন্মদিন।*

নির্বাচনে মাত্রা পাচ্ছে অর্ধেক আকাশ

অশোক সেনগুপ্ত

মাও সে তুংএর ১৯৬৮ সালের বিবৃতিতে উঠে এসেছিল 'নারীরা অর্ধেক আকাশ ধরে রাখে' কথাটা। যদিও অনেকের দাবি এটি একটি চীনা প্রবাদ। নির্দিষ্ট উৎস যাই হোক, গত সাড়ে পাঁচ দশকে কথাটির গুরুত্ব ক্রমেই বেড়েছে। যার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে ভারতে এবারের লোকসভা নির্বাচনে। কমবেশি সব দলের নেতানেত্রীই মহিলা ভোটারদের মন পাওয়ার জন্য বক্তৃতায় আলাদা আশ্বাস যুক্ত করছেন। নির্বাচন কমিশনের তথ্যে প্রকাশ, ১৯৬২ সালের ভারতে মোট ভোটারের ৪২ শতাংশ ছিলেন মহিলা। ২০১৯-এ তা বেড়ে হয় ৪৮.২ শতাংশ। এবার আরও বেড়েছে। এই সময়কালে মহিলা প্রার্থী ৩.২ শতাংশ থেকে বেড়ে হয় ৯ শতাংশ। আর মহিলা সাংসদ ৬.৩ু থেকে বেড়ে হয়েছে ১৪.৪ শতাংশ। ১৯৫৭-তে লোকসভা নির্বাচনে মাত্র ৪৫ জন মহিলা প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন; ২০১৯ সাল নাগাদ এই সংখ্যা বেড়ে ৭২৬-এ পৌঁছয়।

নির্বাচনে মহিলাদের প্রার্থী করার ব্যাপারেও গতি যথেষ্ঠ বাড়েনি। ১৯৯৬ সালে বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিআই, সিপিএম এবং বিএসপি-র মহিলা প্রার্থী ছিলেন যথাক্রমে ৫.৭, ৯.৩, ৭, ৬.৭ এবং ০ শতাংশ। ২০১৯-এ এই পাঁচ হিসাব বেড়ে হয় ১২.৬, ১২.৮, ৮.২, ১৪.৫ এবং ৬.৩ শতাংশ। কিন্তু এই বৃদ্ধির হারে অনেকেই সন্তুষ্ট নন।

মহিলা সংরক্ষণ আইন রূপায়িত হতে এখনও অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু বিল তো পাশ হয়েছে! তাতে এই রাজ্যে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো কি লোকসভা ভোটে প্রার্থীর সংখ্যা বাড়িয়েছে? উত্তরটা হল, না। এ রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী কমেছে। বিজেপি-রও প্রথম দফায় মাত্র ১৪ শতাংশ প্রার্থী মহিলা। কেন এই হাল? সাউথ এশিয়ান উইমেন ইন ইন্ডিয়ার ভারত শাখার সভানেত্রী, তথা একটি নামী দৈনিকের সিনিয়র অ্যাসিস্টেন্ট এডিটর স্বাতী ভট্টাচার্যের মতে, 'দলীয় রাজনীতি সব সময় স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চায়। যারা অপেক্ষাকৃত এগিয়ে থাকা শ্রেনী, তাদেরই অগ্রাধিকার দেয়। তাই কেবল রাজনীতি নয়, ক্ষেতমজুর থেকে নির্মাণশ্রমিক, চটকলে কাজ; সব ক্ষেত্রেই রয়েছে পুরুষ-নারীর বৈষম্য। দুর্বলের ক্ষমতায়নের কথা মুখে বললেও কাজে তার রূপায়ণে বিভিন্ন দলেই অনীহা দেখা দেয়।'

মহিলা ভোটার

ভারতে ভোটার হিসাবে বাড়ছে মহিলাদের শতাংশ। দেড় দশক আগে, ২০০৯-এর লোকসভা ভোটে মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, বিহার, উত্তর প্রদেশ এবং রাজস্থানে ভোটারদের মধ্যে মহিলাদের শতাংশ ছিল ৪৫-এরও কম। কিন্তু ক্রমে এই রাজ্যগুলোয় দেশের এদিক থেকে এগিয়ে থাকা রাজ্যগুলির তুলনায় মহিলা ভোটার বেড়েছে দ্রুত।

যেমন মধ্যপ্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর এবং ঝাড়খণ্ডে ২০০৯-এ মোট ভোটারের মধ্যে মহিলা ছিলেন যথাক্রমে ৪০.৩, ৪০.৯ ও ৪৪.২ শতাংশ। এখন বেড়ে হয়েছে ৪৬.২, ৪৬.৩ ও ৪৮.৬ শতাংশ। দেড় দশক আগে বিহার (৪৪.৫ শতাংশ), উত্তর প্রদেশ (৪২ শতাংশ) এবং রাজস্থানের (৪৩.৭ শতাংশ) মহিলা ভোটারদের হিসাব এখন বেড়ে হয়েছে যথাক্রমে ৪৮.৯ শতাংশ, ৪৬.২ শতাংশ ও ৪৭.২ শতাংশ। এর পর রয়েছে উত্তরাখণ্ড (৪৫.৯ শতাংশ থেকে ৪৯.২ শতাংশ), গোয়া (৪৮.৫ শতাংশ থেকে ৫১.৭ শতাংশ), চণ্ডীগড় (৪৪ শতাংশ থেকে ৪৭.২ শতাংশ) ও মিজোরামে (৪৭.৩ শতাংশ থেকে ৫০.৪ শতাংশ) মহিলা ভোটারের সংখ্যাবৃদ্ধি।

স্বাতী ভট্টাচার্যের মতে, 'অনেক গ্রামে এমন মেয়ে আছেন যাঁরা নানা সংগঠন করেন , বা সরকারি নানা প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত। যাঁদের নেতৃত্ব দেওয়ার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। কিন্তু পুরুষতন্ত্র নিজের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য নারীদের নীতি-নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা দিতে চায় না। এটা রাজনীতিতে মহিলাদের প্রান্তিক হয়ে থাকার অন্যতম কারণ। মায়াবতী, বৃন্দা কারাত বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো ব্যতিক্রমী ২-৪ জন ছাড়া অধিকাংশ নেত্রী রাজনীতিতে এসেছেন পরিবারের কোনও ক্ষমতাবান সদস্যের জন্য। যাঁরা তুলনায় সক্রিয়, সরব, তাঁরাও দলের মধ্যে পুরুষ আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করেননি।'

মহিলা জনপ্রতিনিধি

১১টি রাজ্য অথবা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটারদের মধ্যে পুরুষের চেয়ে মহিলা বেশি। পুডুচেরিতে মহিলা ভোটারের শতাংশ ৫২.২। এ ছাড়াও ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা, কেরল, তামিলনাড়ু ও উত্তর-পূবের তিন রাজ্য মিজোরাম, মেঘালয়, মনিপুরে ভোটের বাজারে অর্ধেক আকাশের রমরমা। কিন্তু মহিলা জনপ্রতিনিধি সে তুলনায় অনেকটাই নামমাত্র।

ধীরে হলেও ছবিটা অবশ্য বদলাচ্ছে। ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড ও উত্তরাখণ্ডে এখন মহিলা বিধায়ক যথাক্রমে ২১.১ শতাংশ, ১২.৩ শতাংশ ও ১১.৪ শতাংশ। তিন দশক আগে ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর প্রদেশে মহিলা বিধায়ক ছিলেন যথাক্রমে ১.৭ শতাংশ, ৭.১ শতাংশ এবং ২.৪ শতাংশ। এখন তা বেড়ে হয়েছে ১৫ শতাংশ, ১৩.৬ শতাংশ এবং ১১.৭ শতাংশ। মধ্যপ্রদেশ, দিল্লি ও পঞ্জাবে এই তিন দশকে যথাক্রমে ৩.৮ শতাংশ, ৪.৩ শতাংশ ও ৫.৩ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ১১.৭ শতাংশ, ১১.৪ শতাংশ ও ১১.১ শতাংশ। এর পরের তিন রাজ্য হল বিহার, রাজস্থান ও হরিয়ানা; মহিলা বিধায়ক ৩.১ শতাংশ, ৪.৫ শতাংশ এবং ৬.৭ শতাংশ থেকে তিন দশকে বেড়ে হয়েছে ১০.৭ শতাংশ, ১০ শতাংশ ও ১০ শতাংশ।

বৃদ্ধির এই হারে সন্তুষ্ট নন মহিলাদের একাংশ। কর্ণাটকের প্রাক্তন বিধায়ক তথা আইনজীবী প্রমিলা নেসার্গির মতে, 'পুরুষরা মহিলাদের সেবিকা, বিমানবালা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা; এসব ভূমিকাতেই দেখতে চায়। সংরক্ষণের বাধ্যতামূলক রূপায়ণ না হলে প্রধান দলগুলো এ ব্যাপারে যথেষ্ঠ সচেতন হবে না।'

মহিলা প্রার্থী করার ব্যাপারে প্রায় সব দলকেই টেক্কা দিয়ে এসেছে তৃণমূল। আর, এবার দলে নতুন করে আরও ১ লক্ষ মহিলা যুক্ত হয়েছেন বলে দাবি তৃণমূলের। ৪৫ দিনের 'পাড়া বৈঠক' কর্মসূচিতে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহেই তৃণমূলের সঙ্গে নতুন করে যুক্ত হয়েছেন লক্ষাধিক মহিলা সদস্য। ডিসেম্বর এবং জানুয়ারি এই দুমাস ব্যাপী 'চল পালটাই' মিছিল-মিটিংয়ের পাশাপাশি 'পাড়া বৈঠক' কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেছিলেন তৃণমূলের রাজ্য মহিলা সভানেত্রী তথা অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। সেই কর্মসূচিতেই মিলেছে সাফল্য।

তৃণমূলের দাবি, ভোটের মুখে রাজ্যের শাসকদল মহিলা সদস্যের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে প্রায় ৫ লক্ষ। যাঁরা নির্বাচনের আগে ঘরে ঘরে গিয়ে তৃণমূলের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি ও মোদির 'ভাঁওতা'-এর বিরুদ্ধে প্রচার করছেন।

চন্দ্রিমা নিজে কোচবিহার থেকে শুরু করে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, জঙ্গলমহল এবং রাঙামাটির বিভিন্ন জেলায় 'পাড়া বৈঠক' কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন। আগে থেকেই তৃণমূলের কয়েক লক্ষ মহিলা সদস্য ছিল। এই পাড়া বৈঠকে বুথ পিছু একজন, কোথাও কোথাও ২ থেকে ৩ জন নতুন মহিলা তৃণমূলের সংগঠনে যুক্ত হয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি।

তথ্য পরিসংখ্যান দিয়ে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেছেন, 'রাজ্যে ৮০ হাজার বুথ রয়েছে। প্রত্যেক বুথে গড়ে ৫ জন করে মহিলা সদস্য ছিলই। সেই হিসেব মতো প্রায় ৪ লক্ষের বেশি মহিলা তৃণমূলের সঙ্গে আগে থেকেই যুক্ত ছিল। নতুন করে আরও ১ লক্ষ মহিলা যুক্ত হলেন। সব মিলিয়ে দলের মহিলা সদস্য সংখ্যা ৫ লক্ষ ছাড়াল।'

তাঁর কথায়, মুখ্যমন্ত্রী নারী ক্ষমতায়নে সব সময় জোর দেন। সেই কারণে কন্যাশ্রী থেকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নানা প্রকল্প চালু করেছেন। চলতি বাজেটে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পরিমানও বাড়িয়েছেন। তার সুফল পেয়েছেন মহিলারা। আর তাই তৃণমূলের উপর আস্থা বেড়েছে বঙ্গ নারীদের।

স্বাতী ভট্টাচার্য অবশ্য মনে করেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও সার্বিকভাবে মহিলাদের ক্ষমতায়নে সুদূরপ্রসারী যে ভূমিকা নিতে পারতেন, তা নেননি। তিনি পার্ক স্ট্রিট থেকে সন্দেশখালি; বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধর্ষিতার বয়ানে সংশয় প্রকাশ করেছেন। এটা প্রবল পুরুষতান্ত্রিকতার লক্ষণ। কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির প্রতিকার, কাজের ক্ষেত্রে সমাজ মজুরি, সমান অধিকার, মেয়েদের কৃষি জমির অধিকার; মেয়েদের এই দাবিগুলি উপেক্ষিত হয়েছে। এখনও এ রাজ্যে নাবালিকা বিবাহ ও সন্তানধারণের মাত্রা যথেষ্ট দুশ্চিন্তার। তবে 'স্বাস্থ্যসাথী'-তে এ রাজ্যে মহিলাদের প্রাধান্য দেওয়াটা একটা ইতিবাচক লক্ষ্য।

দেশে বাড়ছে মহিলা ভোটার

১৯৬২-র লোকসভা নির্বাচনে পুরুষ ভোটদাতা ছিল মহিলা ভোটদাতার চেয়ে ১৬.৬৮ শতাংশ বেশি। তা এখন প্রায় এক শতাংশে নেমে এসেছে। ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল সাড়ে ৮৯ কোটি। তার মধ্যে মহিলা ভোটারের মোট সংখ্যা ছিল ৪৩ কোটি। তার মধ্যে ১৯ কোটি মহিলা ভোট দেন। এবার ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে মোট ভোটারের সংখ্যা ৯৬ কোটি ৮০ হাজার। এর মধ্যে ৪৭ কোটি মহিলা ভোটার।

পশ্চিমবঙ্গে ভোটে মহিলা

মহিলা পরিচালিত বুথ; ৫,৯৪২ সম্পূর্ণভাবে।
মহিলা ভোটারের সংখ্যা ৩ কোটি ৭৩ লক্ষ ০৪ হাজার ৯৬০জন।
নতুন মহিলা ভোটারের ৫ লক্ষ ৭০ হাজার ৩৪১ জন মহিলা।
সবচেয়ে বেশি মহিলা ভোটার; যাদবপুর, ৮,৯৯,৬১১।
গত লোকসভা নির্বাচনে ('১৯) হুগলি কেন্দ্রে সর্বোচ্চ মহিলা ভোটদাতা ছিলেন, ৭,৯২,৮৭৩।

নারী জনপ্রতিনিধিত্বে ওরা আমরা

নিউজিল্যান্ডের মহিলা সাংসদরা।

মানব সম্পদের নিরিখে (এইচডিআই) উন্নত রাষ্ট্রগুলোয় নারী জনপ্রতিনিধির শতাংশ অনেকটাই বেশি। তালিকায় প্রথম নিউজিল্যান্ড;৫০%-এর ওপর। এর পরে স্পেন, ফ্রান্স, জার্মানি; যথাক্রমে ৪৩%, ৩৭.৩% এবং ৩৪.৯%। এর পর ইউ কে, ইতালি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র; ৩৪.৬%, ৩২.৩% এবং ২৮.৭%। এই উপমহাদেশের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে নারী জনপ্রতিনিধিত্বের দিক থেকে সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক স্থানে আছে নেপাল; ৩৩.১%। এর পরে চিন, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান; যথাক্রমে ২৪.৯%, ২০.৯% এবং ২০.৫%। আর ভারত?

পুরুষদের টেক্কা মহিলা ভোটারদের

গোটা ভারতে মহিলা ভোটারের চেয়ে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ২ কোটি বেশি। কিন্তু ৫৪৩টি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে ১৪৩টিতে সংখ্যার দিক থেকে পুরুষদের টেক্কা দিয়েছেন মহিলারা। এই তালিকায় দেশের যে তিনটি কেন্দ্র সবচেয়ে ওপরে, সেগুলো হল তেলেঙ্গানার নিজামাবাদ (৫৫.৩%), উত্তরাখণ্ডের আলমোড়া (৫৪.৪%) এবং কেরলের ভাদাকারা (৫৪.২%)।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মালদায় জেলা কমিটির আভ্যন্তরীণ বৈঠকে আচমকা হাজির মুখ্যমন্ত্রী

বিজেপির ফাঁদ এড়ানোর বার্তা দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদায় তৃণমূলের জেলা কমিটির বৈঠকে আচমকায় চলে এলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। জননেত্রীকে সামনে দেখেই সভা কক্ষে রীতিমতো দলের জেলা নেতৃত্বের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। লোকসভা নির্বাচনের মুখে মালদার দুই কেন্দ্রের প্রার্থীদের নিয়েই রবিবার বিকাল পাঁচটায় তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব গোপন বৈঠকের আয়োজন করেছিল। আর সাড়ে পাঁচটায় হঠাৎ করেই মালদা শহরের টাউন হলেই তৃণমূলের সেই আভ্যন্তরীণ নির্বাচনী বৈঠকেই প্রবেশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। টাউন হলের সভা মঞ্চে এসে অন্তত ১৫ মিনিট বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। সেখানেই তিনি দলের দুই লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার ক্ষেত্রে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি জানিয়েছেন, বিজেপির প্রতারণার ফাঁদে যাতে দলের কোন নেতা-নেত্রী এবং কর্মীরা না পড়েন এ ব্যাপারে দুই লোকসভা কেন্দ্রের প্রতিটি বুথ স্তরে গিয়ে বিজেপির প্রতারণার ফাঁদ এড়ানোর বিষয়ে মানুষকে সচেতন করতে হবে।

দলের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, যে কোনও প্রকারেই হোক এবারে লোকসভা ভোটে মালদার দুটি আসন তৃণমূলকে নিতেই হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। তিনি বলেছেন, এখানে কোনওরকম সমঝোতা চলবে না। আমি সব দেখছি। ১৯ এপ্রিল থেকে এতদিন মালদায় সবকিছু তদারকি করলাম। ভোটের ফলাফল ভালো হওয়া চাই। এই আশা আমি দলের জেলা নেতৃত্বের কাছে রাখছি বলেও মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন। এদিন বিকেলে মালদা শহরের টাউন হলে উত্তর এবং দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি এবং শাহনাওয়াজ আলি রায়হানের উপস্থিতিতেই একটি গোপন তৃণমূলের নির্বাচনী বৈঠক হয়। সেখানেই দলের নির্বাচন কমিটি, জেলা নেতৃত্ব সহ মোট ১২২ জনের কর্মকর্তারা উপস্থিত হয়েছিলেন। তৃণমূল দলের বিধায়ক থেকে সভাপতি, চেয়ারম্যান প্রত্যেকেই এই বৈঠকে উপস্থিত হয়েছিলেন। বিকাল পাঁচটায় এই আলোচনা শুরু হওয়ার পরেই ঠিক সাড়ে পাঁচটায় আচমকায় টাউন হলে প্রবেশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। যদিও এই গোপন বৈঠকে সংবাদ মাধ্যম এবং অন্যান্যদের প্রবেশের ক্ষেত্রে ছিল বিধিনিষেধ। বেশ কিছুক্ষণ আলোচনার পর হাসিমুখেই বৈঠক থেকে বেরতে দেখা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে।

তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, দলের দুই লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার বার্তা এদিন মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন। এদিন বৈঠকে হঠাৎই হাজির হন দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জি। সেখানে বিজেপির নানান ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার শিকার যাতে দলের কর্মী থেকে সাধারণ সমর্থকরা না হন সে ব্যাপারে প্রধান গুরুত্ব দিয়েছেন। আমরা মনে করছি এই দলীয় বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী যে বার্তা দিয়েছেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হবে। পাশাপাশি আরও কিছু আভ্যন্তরীণ নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি দিয়েছেন। সেটা আমরা দলের মধ্যেই গোপন রেখে কাজ করার চেষ্টা করব।

প্রার্থী সমর্থনে এবার মালদার নির্বাচনী সভায় যোগ দিলেন রাজনাথ সিং

একহাত নিলেন তৃণমূল শিবিরকে, প্রশ্ন তোলেন দুর্নীতি নিয়ে!

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পশ্চিমবঙ্গের আইন ব্যবস্থা একেবারে তলানিতে ঠেকেছে। আইন ব্যবস্থা যদি ঠিক না থাকে তাহলে রাজ্যের সার্বিক বিকাশ হবে কি করে? পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা। তারপরেও এরাজ্যে মহিলাদের ওপর অত্যাচার চলছে। তাই মানুষ এখন এ রাজ্যে নতুন করে পরিবর্তনের ডাক দিয়েছে। রবিবার দুপুরে লোকসভা নির্বাচনে মালদার বিজেপি দলের দুই প্রার্থীর সমর্থনে একটি নির্বাচনী সভায় যোগ দিয়ে এভাবেই রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলকে দোষারোপের কাঠগড়ায় তুলেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। এদিন উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বামনগোলা ব্লকের নালাগোলা এলাকার জিতু ময়দানে বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে এই নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রচন্ড তাপদহের মধ্যেই এই নির্বাচনী সভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজনাথ সিং-এর বক্তব্য শোনার জন্য ভিড় করেছিলেন প্রচুর মানুষ। পূর্ণিয়া থেকে হেলিকপ্টার করেই মালদার নালাগোলা এলাকায় নির্বাচনী সভায় যোগ দেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তাঁকে বিশাল একটি ফুলের মালা পরিয়ে স্বাগত জানান বিজেপির জেলা নেতৃত্ব। উপস্থিত হয়েছিলেন উত্তর এবং দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের দুই বিজেপি দলের প্রার্থী খগেন মুর্মু এবং শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হবিবপুর, পুরাতন মালদা এবং গাজোল বিধানসভা কেন্দ্রের তিন বিধায়ক জুয়েল মুর্মু, গোপালচন্দ্র সাহা ও চিন্ময় বর্মন। পাশাপাশি উপস্থিত হয়েছিলেন বিজেপির রাজ্য ও জেলা নেতৃত্বের কর্মকর্তারা।

এদিন নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর উন্নয়ন কতটা হয়েছে সেটা সাধারণ মানুষ দেখছে। বিগতদিনে এই সরকার চরম দুর্নীতি করেছে, ভ্রষ্টাচার হয়েছে। এখানে আইন কানুন বলে কিছুই নেই। আর আইন ব্যবস্থা যদি ঠিক না থাকে, সেই রাজ্যের বিকাশ কি ভাবে হবে।

এদিন শাসকদল তৃণমূলের তুমুল সমালোচনা করেন মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেন, আমরা জানতে চাই কেন মমতাদিদির সরকারে এত ভ্রষ্টাচার হচ্ছে। সমস্ত ক্ষেত্রে ভ্রষ্টাচারের অভিযোগ উঠছে। মমতাদিদির সরকারের অনেক মন্ত্রীরা এখন জেলে রয়েছেন। একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও বাংলায় মহিলাদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। জনগণের দুঃখ কেন বুঝতে পারছেন না মমতা দিদি। আসলে এখন অহংকার বোধের কারণে উনার স্বভাব আর ব্যবহারে পরিবর্তন হয়েছে।

কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেই আগের ভারত এখন আর নেই। ভারত এখন অনেক শক্তিশালী দেশ। ২০২৭ সালের মধ্যে ভারত আর্থিক এবং সামরিক দিক দিয়ে দেশের তৃতীয় স্থানে পৌঁছে যাবে। মোদি সরকারের লক্ষ্য একটাই দেশের বিকাশ করা। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজি কোনো ভেদাভেদ করেন না। তার জন্যই তো ভারত এগিয়ে চলেছে। গোটা বিশ্বে এখন ভারতকে পাশে চাইছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজনাথ সিং আরো বলেন, পশ্চিমবঙ্গে কোনো দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত করতে গেলে অথবা কাউকে গ্রেপ্তার করতে গেলেই ইডি এবং সিবিআই-এর উপর হামলা করা হচ্ছে। কি পরিস্থিতি এই বাংলার। আজকে গরিব মানুষদের পাকা ঘর মোদিজি দিচ্ছেন। ১০০ দিনের কাজের টাকা মোদিজি দিচ্ছেন। অথচ ওরা বলছে এসব টাকা নাকি দেওয়া হচ্ছে না। গরিব মানুষের এই প্রকল্পের টাকা নিয়েও চরম দুর্নীতি করা হয়েছে। তাই এবারে মানুষই বলে দিচ্ছে কেন্দ্রে মোদি সরকার আবার ক্ষমতায় আসছে। এদিন এই নির্বাচনী সভায় আদিবাসী থেকে শুরু করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষেরা ভিড় করেন। এত গরমের মধ্যে মানুষের জমায়েত দেখে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজনাথ সিং। যদিও ৩০ মিনিট বক্তব্য রেখেই পুনরায় হেলিকপ্টার করে ফিরে যান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজনাথ সিং।

বাসের ধাক্কায় বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে বিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: গোদের ওপর বিষফোঁড়া। একে তীব্র গরম তার ওপর দুর্ভাগ্যজনক ভাবে বিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ রানিগঞ্জে।

উল্লেখ্য, বিয়েবাড়ির বরযাত্রীবোঝাই বাস চালকের অন্যমনস্কতার কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মারে বলে প্রাথমিক ভাবে অনুমান। ঘটনাটি ঘটেছে রানিগঞ্জের মুখ্য বাজারে। ঘটনার জেরে বন্ধ হয়ে রইল রানিগঞ্জের মুখ্য বাজার। এই প্রবল গ্রীষ্মের দাবদাহে যখন নাজেহাল রাজ্যবাসী, ঠিক এই পরিস্থিতিতেই সকাল থেকেই বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে হাঁসফাঁস পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। রানিগঞ্জের রাধারমন রোড, জে আরআর রোড নামে পরিচিত ও মৃত্যুঞ্জয় চ্যাটার্জি স্ট্রিট, যা এমসি রোড নামে পরিচিত, সেই সকল এলাকা ও ডালপট্টি মোড় এলাকার কয়েকশো বাসিন্দার বাড়িঘর দোকানপাট প্রায় বন্ধ হয়ে রইল।

জানা গিয়েছে, এই সমস্ত এলাকা রানিগঞ্জ বাজারের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত, আর এই সকল এলাকায় রাত দশটা পর্যন্ত বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকবে বলেই বিদ্যুৎ দপ্তর সূত্রে, স্থানীয় বাসিন্দাদের জানানো হয়েছে। যা শুনে আতঙ্কে শিউরে উঠছেন অনেকে। ৪৫ ডিগ্রি পার করেছে তাপমাত্রা আর এই তীব্র গরমে কী ভাবে সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত কাটবে এটা নিয়েই চিন্তিত স্থানীয়রা।

রানিগঞ্জের থানা, পুলিশ ফাঁড়ি ও ট্র্যাফিক বিভাগ রয়েছে এই রাস্তার ওপরে, যা এই দুর্ঘটনার জেরে প্রভাবিত হয়েছে। বর্তমানে ওই রাস্তাটিকে পুলিশ প্রশাসনের তরফে পুলিশি ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে যাতায়াতের পথ। ফলস্বরূপ সেই পথ দিয়ে দু'-একটি ছোট যানবাহন চলাচল করলেও, বড় গাড়ি বা পণ্যবাহী গাড়ি যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যার ফলে সেই এলাকায় বন্ধ হয়ে রয়েছে সকল দোকানপাট। আর তার সঙ্গেই এই তীব্র গরমের দাবদাহে সমগ্র এলাকা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় ব্যাপক দুর্ভোগে পড়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

এদিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখা যায়, স্থানীয় এলাকার মানুষজন বাড়ির বাইরে বের হয়ে রয়েছে। বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় সকলেই রাস্তায় গাছের ছায়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন। বিপর্যস্ত এলাকাটিকে পুলিশ বিপদজনক এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করে, ওই এলাকা পুলিশের ব্যারিকেডে ঘিরে রেখেছে। জানা গিয়েছে, এই দুর্ঘটনা ঘটানো ঘাতক বরযাত্রীর বাসটিকে, রানিগঞ্জের মঙ্গলপুর এলাকায় আটক করেছে পুলিশ। সেখানেই বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মীরা ওই সমস্ত এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ স্বাভাবিক করার জন্য যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ওই সকল খুঁটি ও তার মেরামতের কাজ শুরু করেছেন। এখন দেখার, খনি শহরে কত দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হয়।

নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ, বন্ধ হল 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার গাড়ি'

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগে রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণীর বাবার স্মৃতিতে চালু করা 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার গাড়ি' বন্ধ করে দিল নির্বাচন দপ্তর। বিজেপির অভিযোগের ভিত্তিতেই নির্বাচন দপ্তর এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে জানা গেছে। বিজেপির এই ভূমিকার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণী। তিনি নির্বাচনে জয়ী হলে একটির বদলে দুটি অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার গাড়ি চালাবেন বলে কৃষ্ণবাবু ঘোষণা করেছেন।

উল্লেখ্য, করোনা অতিমারির পর কৃষ্ণ কল্যাণী তার বাবার স্মৃতিতে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার নামের একটি গাড়ি বের করেন। এই গাড়ি থেকে তৈরি রুটি সবজি সাধারণ মানুষকে বিনে পয়সায় বিতরণ করতেন। একটানা প্রায় ৯২০ দিন এই রুটি ও সবজি রায়গঞ্জবাসীকে বিতরণ করা হচ্ছিল। কৃষ্ণ কল্যাণী রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী। অভিযোগ, তিনি প্রার্থী হয়েও এই প্রক্রিয়া জারি রেখেছেন। নির্বাচনী আইন অনুযায়ী কোনও প্রার্থী ভোটারদের কোনও রকম অর্থ বা জিনিস দিয়ে প্রভাবিত করতে পারবে না। যা নির্বাচনী বিধিভঙ্গের মধ্যে পড়ে।

আরামবাগে ডায়েরিয়ার প্রকোপে আক্রান্ত প্রায় ২৫ জন গ্রামবাসী, তৎপর স্বাস্থ্যদপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ডায়েরিয়ার প্রকোপে আক্রান্ত প্রায় ২৫ জন গ্রামবাসী। জল বাহিত কারণেই এই রোগে আক্রান্ত তারা। তড়িঘড়ি তাদের আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে চার পাঁচ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাদের আবার বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনা আরামবাগের মাধবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পান্ডুগ্রাম এলাকার। তাদের চিকিৎসা চলছে। খবর পেয়ে হাসপাতালে হাজির হন হুগলি জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি কৃষ্ণ চন্দ্র সাঁতরা, তৃণমূলের আরামবাগ ব্লক সভাপতি শম্ভুনাথ বেরা সহ একাধিক নেতৃত্ব। তারা খবর পেয়েই তড়িঘড়ি আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে হাজির হন। চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন। আক্রান্ত ও অসুস্থ রোগীদের সঙ্গে কথা বলেন। তাদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে বলা হয়। কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা তাদের মনে সাহস জোগান। জানা গেছে,জলবাহিত কারণে এই রোগের প্রকোপে আক্রান্ত হন বলে ধারণা স্বাস্থ্য কর্মীদের। স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রাথমিক চিকিৎসা করেন। তাতেও কিছু না হওয়ায় তাদের নিয়ে যাওয়া হয় আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। উল্লেখ্য যে, পান্ডুগ্রামের দোলুই পাড়া এলাকায় একটা হ্যান্ডপাম্প আছে, হ্যান্ড পাম্পের জল পরীক্ষা করিয়ে দেখা হয়েছে। হ্যান্ড পাম্পের জলে কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু এই পাড়ায় যে পুকুরের জলটা ব্যবহার করা হয় সেই পুকুরের জলের অবস্থা খুবই খারাপ। স্বাস্থ্য কর্মীরা সব সময় ওই গ্রামের দোলুই পাড়াতেই আছেন গত দু'দিন ধরে। তারা প্রতিনিয়ত যাতায়াত করছেন। কিন্তু তার মধ্যেও এই অবস্থায় চিন্তিত এলাকার বাসিন্দারা। এক স্বাস্থ্য কর্মী নমিতা সাঁতরা বলেন, গত ১৯ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে ডায়েরিয়া। রবিবার পর্যন্ত মোট ২০ জনের মতো আক্রান্ত হয়েছেন। তবে পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আছে। আক্রান্ত পরিবারের সদস্য অনিল দোলুই, স্বপন দোলুই ও সুজিত দোলুইদের পরিবারের বেশ কয়েক জন আক্রান্ত হয়েছেন।

সাপের কামড়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: সাপের কামড়ে মৃত্যু হয় এক ব্যক্তির। দেহ ময়নাতদন্ত হল রবিবার বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে। মৃত ব্যক্তির নাম ভবানি দুলুই, বাড়ি বুদবুদ থানার অন্তর্গত মানকর এলাকায়।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, শনিবার মাঠে কাজে গিয়েছিলেন, সেখানেই সাপে কামড়ায় তাঁকে। তড়িঘড়ি তাঁকে মানকর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখান থেকে স্থানান্তরিত করা হয় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে, সেখানেই শনিবারই মৃত্যু হয়।

প্রচন্ড গরমে ট্যাপযুক্ত মাটির কলসির চাহিদা তুঙ্গে আরামবাগে

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● আরামবাগ

নব্যপ্রস্তর যুগ থেকেই পাথরের পর মাটির বাসনপত্র তৈরি করতে শেখে মানুষ। মানব সভ্যতা ধীরে ধীরে উন্নত হয়। তবে মাটির অন্যান্য পাত্রের সঙ্গে কলসি ও জালার চাহিদা ঠিক রয়েই গেছে। আজও আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ট্যাপ যুক্ত মাটির জালার চাহিদা তুঙ্গে। গ্রীষ্মকাল এলেই মাটি কলসি ও জালার চাহিদা বাড়ে। গরমের প্রভাব যত বাড়ছে ততই মাটির তৈরি ট্যাপ যুক্ত জালার চাহিদা বাড়ে। হুগলি জেলার আরামবাগের কুমোড় পাড়ায় গিয়ে তারই বাস্তব চিত্র দেখা গেল। জানা গিয়েছে, বিগত দিনগুলিতে সাধারণ মাটির কলসি বিক্রি কমে গিয়েছিল। ক্রেতারাও অভিযোগ জানাতেন, বার বার হাত ডুবিয়ে জল তোলার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়। আবার গড়িয়ে জল ঢালতে গিয়ে অনেক সময় ভেঙে যায়। তাই ট্যাপ যুক্ত মাটির কলসি তৈরি করা হয়। আরামবাগের কুমোড় পাড়ায় ২০০ থেকে ২৫০ টাকা দরে এই মাটির কলসি বিক্রি হচ্ছে। প্রসঙ্গত মাটির কলসিতে জল ঠান্ডা হওয়ার কারণ মূলত বাষ্পীভবন। যখন কোনও তরল পদার্থ বাষ্পীভূত হয় তখন তার উষ্ণতা হ্রাস পায়। বাষ্পীভবনের জন্য যে তাপের প্রয়োজন তা তরল পদার্থই সরবরাহ করে থাকে। তাপ হারানোর কারণে তরল পদার্থের উষ্ণতা কমে যায়। মাটির কলসি বানানোর সময় মাটির সঙ্গে খানিকটা বালি মেশানো হয় এবং এর গায়ে অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র থাকে। সেখান থেকেই মূলত বাষ্পীভন হয়ে জল ঠান্ডা থাকে। এই সব কথা মাথায় রেখে মাটির কলসির সঙ্গে ট্যাপ যোগ করা হয়। যাতে করে ঠান্ডা জল সহজেই গড়িয়ে খাওয়া যায়। এই বিষয়ে আরামবাগের দৌলতপুরের মাটির কলসি বিক্রেতা ললিত মাধব পাল জানায়, দূষণ বাড়ার জন্য এখন ফ্রিজের বদলে মাটির কলসিতে জল খাচ্ছেন মানুষ। চাহিদা বাড়ছে মাটির কলসির। প্রাচীন প্রথা ফিরে আসছে। দাম কম হলেও আরও বিক্রি হত। আট লিটার থেকে তিরিশ লিটারের মাটির জালা বা ট্যাপ যুক্ত কলসি পাওয়া যায়। ক্রেতারা এখন মাটির কলসি বেশি কিনছে। ট্যাপ যুক্ত মাটির কলসি কিনতে আসা এক ক্রেতা সাহেব পাত্র জানান, প্রচন্ড গরম পড়েছে। তাই মাটির কলসি কেনার জন্য দৌলতপুরের কুমড়ো পাড়ায় এসেছি। ট্যাপ যুক্ত মাটির কলসিতে জল খাওয়ার সুবিধা রয়েছে। ছোট থেকে বড় সকলেই ঠান্ডা জল খেতে পারবে।

পণ্য নিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশের মাটিতে প্রথম মহিলা ট্রাক চালক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পেট্রাপোল: পণ্য নিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশের মাটিতে প্রথম মহিলা ট্রাক চালক। উত্তর ২৪ পরগনার ভারত বাংলাদেশের পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে পণ্য বোঝাই ট্রাক নিয়ে ভারতীয় প্রথম কোনো মহিলা ট্রাক চালক বাংলাদেশ গেলেন। মহিলা ট্রাক চালকের নাম অর্ণ পুরনী রাজকুমার। দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ুর বাসিন্দা। এদিন পণ্য বোঝাই ট্রাকটি পেট্রাপোল বন্দর হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। পেট্রাপোল ক্লিয়ারিং ফরওয়ার্ডিং এর সম্পাদক কার্তিক চক্রবর্তী জানান, গত ১৯ মার্চ পেট্রাপোলে ভারত সরকারের অর্থ মন্ত্রকের সদস্য রেখা রায়কর কুমার জেন্ডার ইস্যু নিয়ে বলেন, পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও সমানভাবে আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে ট্রাক নিয়ে যাতে যেতে পারে সে দিকে নজর দিতে। সেই মতোই রবিবার সকালে প্রথম মহিলা ট্রাক চালক ভারত থেকে বাংলাদেশ পণ্য বোঝাই ট্রাক নিয়ে পাড়ি দিলেন। কার্তিক বাবু আরো জানান, আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে মহিলা চালকদের ট্রাক চলাচলে বিশেষ নিরাপত্তাও দেওয়া হবে।

এবার সন্দেশখালির ছায়া শান্তিপুরে!

রাতের অন্ধকারে বাড়িতে ঢুকে মহিলার শ্লীলতাহানির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: সন্দেশখালির ছায়া এবার নদিয়ার শান্তিপুরে! রাতের অন্ধকারে বাড়িতে ঢুকে এক মহিলাকে শ্লীলতাহানি করার অভিযোগ উঠল। প্রশাসনকে একাধিকবার জানিয়েও মেলেনি সুরাহা। অভিযুক্ত শাসকদলের কর্মীর আর তাই মদত দিচ্ছে প্রশাসন, দাবি বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকারের। রাত হলেই চরম আতঙ্কে ঘুম উড়েছে মহিলাদের। ঘটনাটি নদিয়ার শান্তিপুর থানার বাগআচড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের করমচাঁপুর এলাকার।

অভিযোগ, ওই এলাকার এক অভিযুক্ত ব্যক্তি বেশ কয়েক বছর ধরেই মহিলাদের শীলতাহানি করে আসছেন। রাত হলেই ওই অভিযুক্ত প্রদীপ সরকার বিভিন্ন বাড়িতে ঢুকে পড়ছেন। বাড়িতে ঢুকে মহিলারা যখন ঘুমিয়ে থাকছেন, তাঁদের গায়ে হাত দিচ্ছেন। পাশাপাশি জানালা দিয়ে মহিলাদের উঁকি মেরে দেখছেন ওই অভিযুক্ত। এর আগেও তাঁরা প্রশাসনকে একাধিকবার বিষয়টি লিখিত ভাবে জানিয়েছেন। কিন্তু প্রশাসন অভিযোগ হাতে পেলেও কোনও কর্ণপাত করেনি বলে দাবি।

অভিযোগ, দিন কয়েক আগেও ওই অভিযুক্ত এক ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে তাঁদের মহিলাদের শরীরে হাত দেওয়ার চেষ্টা করেন। বিষয়টি বাড়ির অন্যদের নজরে আসতেই ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যান ওই অভিযুক্ত। এরপর অতিষ্ঠ হয়ে আবার সকলে মিলে থানায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। কিন্তু অভিযোগ জানানোর ৭২ ঘণ্টা পার হলেও এলাকায় বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ওই অভিযুক্ত ব্যক্তি। উপরন্তু যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাচ্ছেন, তাঁদের হুমকি দিচ্ছেন তিনি।

এই ঘটনা জানাজানি হতেই রবিবার ওই এলাকায় যান রানাঘাট কেন্দ্রের বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ তথা এবারের প্রার্থী জগন্নাথ সরকার। তিনি এলাকার মহিলাদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিষয়টি জানতে পারেন। এরপর এই সকলকে ওই অভিযুক্তর বিরুদ্ধে যাতে কঠোর শাস্তি হয় সেই আশ্বাস দেন তিনি। এ বিষয়ে ওই এলাকার বাসিন্দা সনৎ সরকার দাবি করেন, 'দিন কয়েক আগেও ওই অভিযুক্ত আমার বাড়িতে গিয়েছিল। রাতের অন্ধকারে আমার বাড়ির মহিলাদের গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা করে। এই অভিযুক্ত তৃণমূল দলের সঙ্গে যুক্ত। সেই কারণেই প্রশাসন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাইছে না।'

অন্যদিকে তিনি বলেন, 'সম্পূর্ণ সন্দেশখালি ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে আমাদের এলাকায়।' চরম আতঙ্কে রয়েছেন ওই এলাকার মহিলা শেফালি সরকার। তিনি বলেন, 'রাত হলেই মদ্যপান করেন অভিযুক্ত। এরপরেই সুযোগ বুঝে ঘরে ঢুকে পড়েন। বিশেষ করে তিনি নজরে রাখেন যখন বাড়ির পুরুষরা বাড়িতে থাকেন না ঠিক তখন তিনি ঢুকে মহিলাদের সঙ্গে এই অসভ্য আচরণ করেন। আমরা চরমতম শাস্তি চাইছি অভিযুক্তের।'

এ বিষয়ে বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকার বলেন,' এই অভিযুক্ত প্রদীপ সরকারের সঙ্গে শান্তিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের পুরোপুরি মদত রয়েছে। না হলে বছরের পর বছর কী ভাবে ওই অভিযুক্ত এই কাজ করতে পারেন।' পাশাপাশি মহিলাদের ওপর নির্যাতনের ঘটনা নিয়ে তিনি বলেন, 'এই সমস্ত অভিযুক্তদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুষে রেখেছেন। তাঁর সাহসেই এঁরা দিনের পর দিন এই ঘটনা ঘটিয়ে আসছেন। অবিলম্বে ওই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার না করা হলে আগামী দিনে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।'

এ বিষয়ে শান্তিপুর বিধানসভার তৃণমূল বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামী বলেন, 'মহিলাদের সঙ্গে যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে তা হলে বিষয়টি খুবই দুঃখজনক। আমিও চাই অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হোক। তবে এটাও বলব ওই পঞ্চায়েত বিজেপি পরিচালিত। তা হলে চাইলেই প্রধান এবং ওই গ্রামের পঞ্চায়েত বিষয়টি নিয়ে সোচ্চার হতে পারতেন। তবে বিষয়টি আমি খতিয়ে দেখব।'

বিজেপির মিষ্টি হাওয়া পদ্মফুল চিহ্ন হাতপাখা বিলি দিলীপ ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: অতিরিক্ত গরমে বিজেপির মিষ্টি হাওয়া বলে পদ্মফুল চিহ্ন হাতপাখা বিলি করলেন দিলীপ ঘোষ। রবিবার বর্ধমান শহরের টাউনহল এলাকায় চা চক্রে যোগ দিয়ে সাধারণ মানুষ সহ দলীয় কর্মীদের বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ এই উদ্যোগ নেন।

অভিষেক বলছেন বিজেপিকে বিসর্জনের বার্তা দিয়ে বাংলার মহিলারা সার্জিক্যাল স্টাইক করবে, সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে দিলীপবাবু বলেন, 'ওটা গিয়ে একবার সন্দেশখালিতে বলুন বাংলার মহিলারা কী করবেন, তাঁরা ঘুরে ঘুরে সন্দেশখালির মহিলারা প্রচার করছেন চারিদিকে, তাঁদের ওপর কী ভাবে অত্যাচার হয়েছে, তার জবাব ওঁরা দেবেন ভোটে।' সেনা জওয়ানদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মাওবাদীদের মৃত্যু হয়েছে তাদেরকে শহিদ তকমা দিয়ে কংগ্রেস মুখপাত্র সুপ্রিয়া সেন বলছেন তাঁদের ওপর অন্যায় হয়েছে, সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'এর আগে আমরা দেখেছি মাওবাদীরা সব মারা গেলে কংগ্রেস নেতারা তাঁদের বাড়িতে যেতেন। ওম প্রকাশ যিনি দিল্লিতে পুলিশ অফিসার ছিলেন তিনি এনকাউন্টারে মারা গেলেন তাঁর বাড়িতে যাননি কংগ্রেস নেতারা, যে মাওবাদী মারা গিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন, আজ কী হয়েছে কংগ্রেস সারা দেশ থেকে মুছে গিয়েছে। এই দেশের অপসংস্কৃতি পরম্পরা স্বাধীনতার ওপর যারা প্রশ্ন তুলবে, দেশ বিরোধীর সঙ্গে যারা থাকবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।'

কয়লা, গোরুর পর এবার সবুজসাথীর সাইকেল দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের হাটে চড়া দামে বিক্রি হতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'আমরা বাংলাদেশে চাল-ডাল ঔষুধ ইত্যাদি পাঠাত জানতাম, গোরুও পাঠাত, সাইকেল পাঠাচ্ছে এটা এখন জানা গেল,আর কত নীচে নামবে, এখানকার মানুষের ট্যাক্সের টাকায় বিলি করে ভোটও পাচ্ছে, আবার বিদেশেও পাচার করে দিচ্ছে। আগে অ্যাম্বুলেন্সে করে বাংলাদেশে টাকা গিয়েছে টিএমসি নেতাদের। এখানকার মানুষদের শোষণ দিনের পর দিন করে যাচ্ছে, আর অনৈতিক কাজ পুরো সমাজবিরোধীর কাছে পার্টিটা চলে গিয়েছে।'

ব্রহ্মচর্য দ্বারস্থ বামপ্রস্ত সন্ন্যাস তৃণমূল নেতারা অভিযোগ করছেন যে আপনার রাজনৈতিক সন্ন্যাসের সময় হয়ে এসেছে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে দিলীপবাবু বলেন, 'সেটা তো লোক বলবে কে সন্ন্যাস নেবে কে জেলে যাবে কে দেশ ছাড়া বাংলা ছাড়া হয়ে যাবে। সে ৪ তারিখের পরে বোঝা যাবে। যারা বিজয় উৎসব পালন করে দিচ্ছে তারা যানে জেতার কোনও চান্স নেই, তাই আগেই বিজয় উৎসব পালন করে দিচ্ছে।' রাহুল গান্ধি বলেছেন যে ক্ষমতা এলে উনি অগ্নিবীর যোজনা বাতিল করে দেবেন, সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'ক্ষমতায় আগে আসুক। তিনি তো অনেক কিছু বাতিল করে দেবেন বলছেন,৩৭০ বাতিল করে দেবেন, বাবরি মসজিদ বানিয়ে দেবেন, তো এগুলো স্বপ্নই থেকে যাবে।'

বর্ধমান শহরে টাউনহল এলাকায় চা চক্রে যোগ দেওয়ার সময় এক মহিলা দিলীপবাবুর কাছে অভিযোগ জানান তাঁর পার্লার তালা দিয়ে দিয়েছেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস এই প্রসঙ্গে দিলীপবাবু বলেন যে, 'একজন এমএলএ যে সমাজবিরোধী সে একজন মহিলার ওপর অত্যাচার করছে। কীর্তি আজাদকে বলছি তোমার চোখ থাকলে দেখে যাও তোমার এমএলএ মহিলাদের ওপর কেমন অত্যাচার করছে। ভোটের পর দিলীপ ঘোষ ওই পার্লারের তালা ভেঙে দেবে হাতুরি দিয়ে আমি কথা দিচ্ছি।'

স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: স্ত্রীকে বালিশ চাপা দিয়ে শ্বাসরোধ করে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। বর্ধমানের ঘটনা। রবিবার অভিযোগ দায়ের করেন বর্ধমান থানার পুলিশের কাছে মৃতা গৃহবধূর মা।

অভিযোগ, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া অশান্তির জেরে বালিশ চাপা দিয়ে শ্বাসরোধ করে স্ত্রীকে হত্যা করলেন স্বামী এবং গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলিয়ে দিলেন। মৃত গৃহবধূর নাম পিংকি মাল, বাড়ি বর্ধমান শহরের নাড়ির মোড় এলাকায়। রবিবার দুপুর ১টা নাগাদ দেহ ময়নাতদন্ত হল বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে। পরিবার সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনী স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি হত, স্ত্রীর বাপের বাড়ি গোসাইপুর আখরাপারা বীরভূম জেলার নলহাটি থানা এলাকায়। শনিবার ঘটনাটি ঘটে।

হুগলির প্রার্থী কর্মীর বাড়িতে দুপুরের আহার করতেই চোখে জল গৃহিণীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বাইরে রোদের তেজ। তার মধ্যেই প্রচারে বেরতে হচ্ছে সব রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের। তবে রবিবার দিনটা যেন আলাদা হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের বাম প্রার্থী মনোদীপ ঘোষের। এক সিপিএম কর্মীর বাড়িতে খেতে বসে অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতার সাক্ষী থাকলেন।

দক্ষিণ মিলনগড়ের বাম কর্মী সুনীল হালদার। পেশায় প্রান্তিক চাষি তিনি। মুলি বাঁশের বেড়ার ঘরে বসবাস করেন। দিন আনে দিন খাওয়া পরিবার। তাঁদের বাড়িতেই দুপুরের আহার সারেন বাম প্রার্থী। পাটকাঠি ঘেরা রান্নাঘরে কাঠের উনুনে রান্না করেন সুনীলের স্ত্রী সরস্বতী হালদার। পরিপাটি করে খেতে দেন বাম প্রার্থীকে। ভাত, টক ডাল, আলু ভাজা,ডিমের কারি দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন করেন তিনি। লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী তাঁর বাড়িতে খেলেন এই আনন্দে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেন সরস্বতী।

বলেন, 'আমি খুশি উনি আমার বাড়িতে খেলেন। এই দিনটা কোনও দিন ভুলবো না।' দরিদ্র পরিবারের আপ্যায়নে খুশি হন মনোদীপও। বাম প্রার্থী বলেন, 'এই প্রচন্ড গরমেও প্রচারে ভালো সাড়া মিলছে। যে বাড়িতে খাওয়াদাওয়া করলাম সেই পরিবার একেবারেই প্রান্তিক। সব দিক থেকে বঞ্চিত। রান্নার গ্যাস নেই, আবাসের ঘর পায়নি, একশো দিনের কাজ বন্ধ, তাই আর্থিক কষ্টে চলছে দিন।'

তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন প্রধানের বিজেপিতে যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর ব্লকের দ্বারিকা গোসাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সঞ্জয় নন্দী যিনি ২০১৮ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। এরপর ২০২৩ এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে দল তাঁর গতিবিধি বিবেচনা করে টিকিট দেননি বলে দাবি। তারপর থেকেই অভিমানী সঞ্জয় নন্দী। পঞ্চায়েত নির্বাচন কেটে যাওয়ার দীর্ঘ সময় পর অবশেষে এদিন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি তথা বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক অমরনাথ শাখার হাত ধরে পদ্মের পতাকা হাতে তুলে নিলেন তিনি।

বিজেপিতে যোগদান করা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন প্রধানের দাবি, তিনি যখন প্রধান ছিলেন এলাকায় উন্নয়ন করেছেন, তারপর আর তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে উন্নয়ন করা যাচ্ছে না তাই তিনি উন্নয়ন যজ্ঞে সামিল হতে বিজেপি পরিবার এলেন। বিজেপি জেলা সভাপতির দাবি, ভোটের আগে এই যোগদান বাড়তি অক্সিজেন দেবে বিজেপিকে।

বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ওই প্রাক্তন প্রধানের সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই, দীর্ঘদিন ধরেই দল থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছেন। কোনও নির্বাচনে তিনি দলীয় পতাকা ধরে এলাকায় প্রচার করেননি।

হাজি এসহাক হুজুরের মেহেফিলে মন্ত্রী পুলক রায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: উলুবেড়িয়া হাজি এসহাক দারুল উলুম সিদ্দিকিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা (ফাজিল) হিফজ বিভাগ ও হস্টেলের উন্নতিকল্পে শনিবার ৭০তম ঈসালে সওয়াব ও মেহেফিলে ওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়।

এই ঐতিহাসিক মেহেফিল সিনিয়র মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হলেন ফুরফুরা শরিফের পীর হযরত বড় হুজুর রহ, হাজি এসহাক হুজুরের কোনও পুত্রসন্তান না থাকায় ভাইপো বড় হুজুর তাঁর সমস্ত দায়িত্ব পালন করে খিলাফত পেয়েছিলেন। মোজাদ্দেদে জামান ফুরফুরা শরিফের পীরজাদা হুজুরের আপন চাচাতো ভাই ছিলেন হাজি এসহাক সাহেব। পীর বড় হুজুরের জলসার পাশাপাশি শিক্ষামূলক বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে সামাজিক কর্মকাণ্ড বেশি বেশি স্থাপন করে নারীশিক্ষার জন্য অসামান্য অবদান রেখে গিয়েছেন তিনি। এই ঐতিহাসিক সভার দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছিলেন হযরত পীর আল্লামা আবু ইব্রাহিম সিদ্দিকি রহ। উলুবেড়িয়া সিনিয়র মাদ্রাসা ময়দানে অনুষ্ঠিত সভায় এদিন ওয়াজ নসিহত করেন পীর হযরত ওমর সিদ্দিকি, পীর হযরত আব্দুল্লাহ সিদ্দিকি, পীরজাদা হযরত ইমরান সিদ্দিকি ,পীরজাদা মুজাহিদ সিদ্দিকি ও পীরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন প্রমুখ।

আখেরি দোয়া করেন হযরত পীরজাদা সওবান সিদ্দিকী সাহেব। প্রবল গরমে সভা চত্বরে যত আগ্রহী মানুষ উপস্থিত ছিলেন তার চার গুণ মানুষ আশপাশে ছিলেন। ঈসালে সওয়াব কমিটির মাদ্রাসার সুপার শহিদুল মল্লিক, মহম্মদ লিয়াকত, উবায়দুর রহমান মোল্লা, সাজাহান মল্লিক, কারী মাসুদুর রহমান, মুজিবর রহমান ও মহম্মদ বায়জুল সাহেব সহ অনেকেই সমগ্র সভা পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। মন্ত্রী পুলক রায়, বিধায়ক বিদেশ বসু, উলুবেড়িয়া পুরসভার চেয়ারম্যান অভয় দাস, ডেপুটি চেয়ারম্যান ইমানুর রহমান, বিধায়ক সুকান্ত পাল, সাংসদ সাজেদা বেগম ও পুরসভার সভাপতি আকবর সাহেব সহ অনেকেই সভায় এসেছিলেন পীরসাহেবদের দোয়া নিতে।

চাকরির প্রতিশ্রুতিতে বিধিভঙ্গের অভিযোগ সুভাষ সরকারের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: নির্বাচনের আগে চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিতর্কে জড়ালেন বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ডা. সুভাষ সরকার।

শনিবার বাঁকুড়া জেলার ধলডাঙা মোড়ের একটি বেসরকারি লজে এটি কর্মসংস্থানের আয়োজন করা হয় একটি সংস্থার তরফ থেকে। সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ডা. সুভাষ সরকার। সেখানে তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, 'আগামী পাঁচ বছরে বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে অন্তত যাতে কুড়িজন যুবক-যুবতীর চাকরি হয়, সেই বিষয়ে আমি সচেষ্ট থাকব।' এমনিতেই নির্বাচন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে লাগু হয়েছে নির্বাচনী বিধিনিষেধ, তারই মধ্যে বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের বিদায়ী প্রতিমন্ত্রী ডা. সুভাষ সরকারের এই ধরনের মন্তব্য নির্বাচনী বিধিনিষেধকে লঙ্ঘন করেছে বলে সুর চড়িয়েছে তৃণমূল।

বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তীর দাবি, 'এত চাকরি উনি কোথা থেকে দেবেন, দেশের প্রধানমন্ত্রীই তো এত চাকরি দিতে পারেননি, নির্বাচনের আগে এই ধরনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া যায় না। তিনি নির্বাচনী বিধি ভঙ্গ করেছেন, আমি না করলেও কেউ না কেউ নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানাবে বিষয়টা সম্পর্কে।'

দিন যত এগিয়ে আসছে জেলার উত্তাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক উত্তাপও বাড়ছে। এখন দেখার বিষয় এইসব বিতর্কের মাঝেও আগামী ৪ জুন এই লোকসভা কেন্দ্র থেকে শেষ হাসিটা কে হাসেন।

পাণ্ডুয়ায় শোভাযাত্রায় ভোট প্রচার রচনার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মানুষের মন জয়ে এসেছেন হুগলির তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপিকে হারাতে আসেননি তিনি। রবিবার পাণ্ডুয়ায় প্রচারে বেরিয়ে এমনই বললেন তারকা প্রার্থী।

এদিন রবিবাসরীয় প্রচারে বের হন হুগলির তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাণ্ডুয়ার বিভিন্ন গ্রামে শোভাযাত্রা সহকারে ভোট প্রচার করেন। ধামসা মাদল আদিবাসী রমণীদের নাচ আর ব্যান্ড পার্টি ছিল রচনার প্রচারে। তীব্র দাবদাহে জামনা পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে ঘুরে চলে প্রচার। তবে রাস্তায় মানুষের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য ভাবে কম। তৃণমূল প্রার্থীর যদিও উৎসাহে কোনও খামতি ছিল না। রচনা বলেন, 'গরমে গরম হবে। শীতকালে ঠান্ডা হবে। মেনে নিতে হবে। এই গরমে মানুষের দাঁড়িয়ে থাকাটা অভাবনীয়। প্রচারে ভালো সাড়া পাচ্ছি।'

বিজেপির জেতা আসন হুগলি, বিজেপিকে হারাতে পারবেন? এ প্রশ্নে রচনা বলেন, 'আমি বিজেপিকে হারাতে আসিনি। মানুষ যাকে চাইবেন তাঁর পাশে থাকবেন।'

জল সংকট মেটাতে প্রচারে পরিবেশবাদীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া: লোকসভা নির্বাচনের প্রচার চলছে জেলায় দীর্ঘদিন ধরে। উন্নয়নের দাবিদার হিসাবে নিজেদের তুলে ধরতে মরিয়া জেলার রাজনৈতিক দলগুলি, অথচ চরম সংকটে থাকা অন্যতম পরিষেবা পানীয় ও চাষের জল সরবরাহের বিষয়টি এখনও প্রচারের আড়ালে রয়ে গিয়েছে বলে দাবি।

কোনও রাজনৈতিক দল, প্রার্থী এমনকি ভোটারদের এনিয়ে সে ভাবে সরব হতে দেখা যায়নি বলেই দাবি। বর্তমানে ভয়াবহ তাপপ্রবাহ চলছে জেলায়। শনিবার জেলার তাপমাত্রা ৪৪ পার করে প্রায় ৪৫ ডিগ্রিতে পৌঁছে গিয়েছে। অনেকের মতে, এদিক থেকে শনিবার দেশের দ্বিতীয় রেকর্ড গড়েছে বাঁকুড়া। তাপমাত্রা আর কত বাড়বে সে নিয়ে চিন্তায় জেলাবাসী। এই তাপপ্রবাহের সঙ্গে রয়েছে গরম হাওয়া আর চড়া রোদ। এই তিনের দাপটে জর্জরিত জেলার জনজীবন।

জানা গিয়েছে, একই সঙ্গে জল সংকট মারাত্মক আকার নিয়েছে। একটু জলের জন্য নাজেহাল অবস্থা জেলাবাসীর। চিকিৎসকদের মতে, বর্তমানে যে ভাবে তাপপ্রবাহ চলছে

তাতে সকাল ১০টার পর থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত বাইরে না বেরনোই ভালো। সেইসঙ্গে প্রত্যেককে পর্যাপ্ত পরিমাণ জল খাওয়ার কথা বলছেন তাঁরা। কারণ এই গরমে শরীর জলশূন্য হয়ে পড়লে ঘটে যেতে পারে স্বাস্থ্য সমস্যা।

অন্যদিকে জল সংগ্রহের জন্য চড়া রোদে অনেক পথ হাঁটতে হচ্ছে। এই সব সমস্যার কথা তুলে ধরে বৃষ্টির জল ধরে রাখতে ও জল অপচয় রোধে নিজেরা আন্তরিক ও সরব হতে গ্রামবাসীদের বোঝাতে দেখা যায় রবিবার। এজন্য গ্রাম এলাকার শিল্পীদের তালিম দিচ্ছে পরিবেশবাদী সংস্থা মাই ডিয়ার ট্রিজ অ্যান্ড ওয়াইল্ডস। আমরাল, অযোধ্যা, রাধানগর, পাঁচাল ও লায়েকবাঁধ এলাকার শিল্পীদের তালিম দেওয়া হয়।

এই দলের বিশিষ্ট শিল্পী সংগীতা ধর বিশ্বাস, একতা গঙ্গোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা বেগম, ঋত্বিকা সরকার, ঝর্না গঙ্গোপাধ্যায় ও ফাল্গুনি দাস জানান, কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক আয়োজিত এনভারনমেন্টাল মিউজিক ফেস্টিভ্যাল কর্মসূচিতে এদিন ৩৫ জন শিল্পীকে তালিম দেওয়া হয়। তাঁরা জানান, বৃষ্টি আসার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই বৃষ্টির জলকে খাল, ডোবা ও পুকুরে ধরে রাখতে হবে। এতে জল সমস্যা মিটবে এবং পরিবেশ ঠান্ডা হবে। এজন্য প্রতিবেশীদের সচেতন করার কাজে এখনই নেমে পড়তে হবে। আমরালের বাউল শিল্পী বারিদ রায় জানান, জল সংকট রোধের বিভিন্ন বিষয় জেনে গান তৈরি করতে শিখে তাঁরা খুশি। এনিয়ে তাঁরা মেলাতেও গান গাওয়ার সুযোগ পাবেন।

রাজস্থানের ঝালোর থেকে কংগ্রেসকে নিশানা মোদির, ভোটে না লড়া নিয়ে খোঁচা সনিয়াকে

ঝালোর, ২১ এপ্রিল: ‘প্রথম দফার নির্বাচনে অর্ধেক রাজস্থান কংগ্রেসকে শাস্তি দিয়েছে। গোটা রাজস্থানবাসী দেশভক্ত। তাঁরা জানেন কংগ্রেস দলটা কখনও দেশকে শক্তিশালী করতে পারবে না।’ রবিবার রাজস্থানের ঝালোর জেলায় নির্বাচনী প্রচারে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেখানেই কংগ্রেসকে এভাবে আক্রমণ শানালেন তিনি।

লোকসভা নির্বাচনে লড়ছেন না কংগ্রেস নেত্রী সনিয়া গান্ধী। পরে রাজস্থান থেকে তাঁকে রাজ্যসভার সাংসদ করে কংগ্রেস। রবিবার সেই রাজস্থানে ভোটের প্রচারে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নাম না করে সনিয়া গান্ধিকেও খোঁচা দিলেন। তিনি বলেন, ‘যাঁরা নির্বাচনে লড়াই করে জিততে পারেন না, তাঁরাই মাঠ ছাড়েন। আর রাজস্থান থেকে রাজ্যসভায় যান।’

৭০ বছরের অতীত তুলে বিজেপির কংগ্রেসকে আক্রমণ নতুন কিছু নয়। সেই ধারা বজায় রেখেই এবার ভোট বাজারে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নয়া সুর তুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘২০১৪ সালের আগে ভারত যে অবস্থায় ছিল দেশবাসী এখন সেটা চায় না। কংগ্রেস পরিবারবাদ ও দুর্নীতির উইপোকা ছড়িয়ে দেশকে ফাঁকা করে দিয়েছে। আজ গোটা দেশ কংগ্রেসের উপর ক্ষুব্ধ এবং তাদেরকে পাপের শাস্তি দিচ্ছে।’ যদিও পালটা বিজেপির পরিবারবাদের উদাহরণ তুলে ধরে শাসক শিবিরকে আগেই জবাব দিয়েছিল বিরোধীরা। সাম্প্রতিক নির্বাচনী বন্ড ইস্যুতে একাধিক সংস্থা থেকে তোলাবাজির অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। বিরোধীদের কোণঠাসা করতে এজেন্সির অপব্যবহারের অভিযোগও নতুন কিছু নয়। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, সাম্প্রতিক সময়ে এই সকল ইস্যু জনমানসে গুরুতর আকার ধারণ করার আগেই অতীতের পুরানো অস্ত্র কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ফের প্রয়োগ করলেন মোদি।

উল্লেখ্য, রাজস্থানের ২৫ লোকসভা আসনের মধ্যে গত ১৯ এপ্রিল প্রথম দফার নির্বাচনে এখানে ১২ আসনে নির্বাচন সম্পন্ন হয়। আগামী ২৬ এপ্রিল বাকি আসনে হবে ভোট গ্রহণ। দ্বিতীয় দফার নির্বাচনকে মাথায় রেখে রাজস্থানে জোরকদমে প্রচার শুরু করছেন মোদি। রবিবারে মরুরাজ্যের ঝালোর জেলায় প্রচারে যান প্রধানমন্ত্রী।

যোগশিক্ষার জন্য টাকা নিয়েও পরিষেবা কর দিতে নারাজ রামদেবের সংস্থা

অবিলম্বে যথাযথ কর দেওয়ার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল: যোগগুরু হিসেবে যোগ শিক্ষার জন্য তিনি পারিশ্রমিক নেবেন। অথচ তাঁর সংস্থা পরিষেবা কর দেবে না! এমন যুক্তি শুনে অবাক সুপ্রিম কোর্ট। । যোগগুরু রামদেবের সংস্থা পতঞ্জলী যোগপীঠকে যথাযথ কর দিতে হবে বলে জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। এর আগেও একই নির্দেশ দিয়েছিল অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালের এলাহাবাদ বেঞ্চ। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেই দেশের শীর্ষ আদালতে আবেদন করেছিলে রামদেব এবং তাঁর সহযোগী আচার্য বালাকৃষ্ণণের সংস্থা। সেখানেই সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করে দিল কর দিতে হবে তাদের।

অভিযোগ, রামদেবের সংস্থা বিভিন্ন জায়গায় যোগ শিবিরের আয়োজন করে। সেই যোগ শিবিরে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য টাকাও নেওয়া হয়। অথচ, সেজন্য কোনও পরিষেবা কর পায় না সরকার। সংস্থার দাবি ছিল, যোগ শিক্ষা পরিষেবা করের অধীনে পড়ে না। এ বিষয়ে ২০২৩ সালের ৪ অক্টোবর আবগারি এবং পরিষেবা কর সংক্রান্ত অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালের এলাহাবাদ বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, যোগগুরুর সংস্থাকে পরিষেবা কর দিতেই হবে। ট্রাইব্যুনালের বক্তব্য ছিল, ওই যোগ শিবির যেহেতু বিনামূল্যে আয়োজিত নয়, প্রশিক্ষণের বদলে গ্রাহকদের টাকা দিতে হচ্ছে, তাই সেটা পরিষেবা করের অধীনেই পড়ে। সুতরাং রামদেবের সংস্থাকে পরিষেবা কর দিতেই হবে।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অভয় এস ওকা এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুয়ানের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দিল, ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ মেনেই কর মেটাতে হবে যোগগুরুকে। আসলে সময়টাই ভালো যাচ্ছে না রামদেবের। এর আগে বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন দেওয়ায় সুপ্রিম কোর্টে তীব্র ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয়েছিল যোগগুরুকে। এবার ফের একবার মুখ পুড়ল রামদেবের।

এর আগেও বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন ও প্রচার মামলায় রামদেবের সঙ্গে তাঁর সহযোগী তথা পতঞ্জলি আয়ুর্বেদ সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর আচার্য বালকৃষ্ণকেও ডেকে পাঠিয়েছিল শীর্ষ আদালত। শীর্ষ আদালতের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, বিভিন্ন রোগের নিরাময় হিসাবে তাঁর সংস্থার বিজ্ঞাপনে ‘অসত্য এবং বিভ্রান্তিকর দাবি’ বন্ধ করতে হবে। না হলে প্রতিটি দাবির জন্য জরিমানা হিসাবে ১ কোটি টাকা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে রামদেবের সংস্থাকে। সেই মামলায় তীব্র ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয়েছিল রামদেব ও তার সহযোগীকে। ফের একবার শীর্ষ আদালতের নির্দেশে স্পষ্ট হল পতঞ্জলি যোগপীঠ কর ফাঁকিরও চেষ্টা করেছে।

জঙ্গি যোগের অভিযোগে পুঞ্চে গ্রেপ্তার প্রধান শিক্ষক

শ্রীনগর, ২১ এপ্রিল: জঙ্গি যোগের অভিযোগে, জম্মু-কাশ্মীরের পুঞ্চের হরিবুধা থেকে এক স্কুলের প্রধানশিক্ষককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ এবং সেনার যৌথবাহিনী। ধৃতের নাম কামারুদ্দিন। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের কাছ থেকে পাকিস্তানের তৈরি একটি পিস্তল এবং চিনা গ্রেনেড উদ্ধার হয়েছে।পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত প্রধানশিক্ষকের নাম কামারুদ্দিন।

জঙ্গি যোগের অভিযোগে, জম্মু-কাশ্মীরের পুঞ্চের হরিবুধা থেকে এক স্কুলের প্রধানশিক্ষককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ এবং সেনার যৌথবাহিনী। ধৃতের নাম কামারুদ্দিন। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের কাছ থেকে পাকিস্তানের তৈরি একটি পিস্তল এবং চিনা গ্রেনেড উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত প্রধানশিক্ষকের নাম কামারুদ্দিন।

২৬ এপ্রিল লোকসভার দ্বিতীয় দফার নির্বাচন দেশে। ওই দিন জম্মু-কাশ্মীরেও ভোট। পুঞ্চে ভোট বানচাল করার কোনও ছক কষা হয়েছিল কি না ধৃতকে জেরা করে জানার চেষ্টা চলছে। পুলিশের দাবি, ধৃতের সঙ্গে জঙ্গি দলের যোগাযোগের সূত্রও মিলেছে। কামারুদ্দিন কোথায় যেতেন, কাদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন, সব খতিয়ে দেখছে পুলিশ। শনিবারই জম্মু-কাশ্মীরের রিয়াসিতে একটি জঙ্গি ডেরার হদিস পেয়েছে পুলিশ। রিয়াসির পুলিশ সুপার মোহিত শর্মা জানিয়েছেন, ওই এলাকা থেকে তাঁরা খবর পেয়েছিলেন কয়েক জন সন্দেহভাজনকে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যাচ্ছে।

তার পরই নিজেদের নেটওয়ার্ক কাজে লাগিয়ে নিশ্চিত হন ওখানে একদল জঙ্গি আশ্রয় নিয়েছে। তার পরই শনিবার অভিযান চালানো হয়।

ডেরা থেকে দু’টি ডিটোনেটর, ১২টি তাজা কার্তুজ, একটি অ্যাসল্ট রাইফেল, বিস্ফোরক, আইইডি ঠাসা একটি টেপ রেকর্ডার, একটি ক্যালকুলেটার, ব্যাটারি এবং তার উদ্ধার হয়েছে।

উদ্ধার হওয়া বিস্ফোরক এবং অস্ত্র দেখে পুলিশ মনে করছে, ভোটের সময় কোনও নাশকতার ছক কষা হয়েছিল।

স্বামী যৌনতায় অক্ষম নন, স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গমে অপারগ, বিচ্ছেদ মঞ্জুর হাইকোর্টের

মুম্বই, ২১ এপ্রিল: স্বামী সঙ্গম অক্ষম নন। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে যৌনতায় অপারগ। মেডিক্যালের পরিভাষায় যে বিষয়টিকে চিহ্নিত করা হচ্ছে রিলেটিভ ইমপোটেন্সি হিসেবে। স্বামীর ‘রিলেটিভ ইমপোটেন্সি’ বা ‘আপেক্ষিক পুরুষত্বহীনতা’র কারণে দম্পতির বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন মঞ্জুর করল বম্বে হাই কোর্ট।

গত বছরের মার্চে বিয়ে হয়েছিল তাঁদের। কিন্তু ১৭ দিন পরই তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। এর আগে বিচ্ছেদের আবেদন করা হলেও পারিবারিক আদালতে তাঁদের আবেদন খারিজ হয়ে গিয়েছিল। তবে বিচারপতি বিভা কঙ্কনওয়াড়ি ও বিচারপতি এস জি চপলগাওঁকরের ঔরঙ্গাবাদ বেঞ্চ আবেদনের জবাবে জানিয়েছে, স্বামীর ‘আপেক্ষিক পুরুষত্বহীনতা’র কারণে ওই দম্পতি হতাশার যন্ত্রণায় ভুগছে। একে অগ্রাহ্য করা যায় না। এই বিয়ে বয়ে নিয়ে যাওয়ার মানে হয় না। ২৬ বছরের ওই মহিলা ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে পারিবারিক আদালতের দ্বারস্থ হন। কিন্তু সেখানে আবেদন খারিজ হলে তাঁর স্বামী উচ্চ আদালতে যান।

কিন্তু কী এই ‘আপেক্ষিক পুরুষত্বহীনতা’? পুরুষত্বহীনতার সঙ্গে এর ফারাক কোথায়? আসলে পুরুষত্বহীনতার অর্থ মহিলার সঙ্গে সঙ্গমে অক্ষমতা। কিন্তু ‘আপেক্ষিক’ কথাটির অর্থ, সাধারণ ভাবে সঙ্গমে সক্ষমতা থাকলেও কোনও নির্দিষ্ট মহিলার ক্ষেত্রে যৌনতায় অপারঙ্গম হওয়া। এক্ষেত্রে অভিযোগকারিণী মহিলার অভিযোগ ছিল, তাঁর স্বামী তাঁর সঙ্গে শারীরিক মিলনে আগ্রহী নন। এদিকে পুরুষটি প্রাথমিক ভাবে তাঁর স্ত্রীর উপরেও ‘দোষ’ চাপান। আদালত জানিয়েছে, প্রথমে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন নিজের ‘আপেক্ষিক পুরুষত্বহীনতা’র বিষয়টি স্বীকার করতে। তবে পরে তিনি মেনে নেন বিষয়টি। আসলে এই বিষয়টি তাঁর জন্য সন্তোষজনক ছিল যে, যেহেতু এক্ষেত্রে বিষয়টি ‘আপেক্ষিক’, তাই তা তাঁর জীবনে স্থায়ী কোনও ছাপ ফেলবে না।

জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালে বিয়ে হয় যুবক-যুবতীর। কিন্তু মাত্র ১৭ দিন পরই শুরু বিপত্তি। বিয়ে টেকানো সম্ভব নয় বলেই সরে যান দু’জনেই। তারপর শুরু হয় বিচ্ছেদের মামলা। ‘রিলেটিভ ইম্পোটেন্সি’ ঠিক কী, সেটাও নির্দেশনামায় উল্লেখ করেছে আদালত। ‘রিলেটিভ ইম্পোটেন্সি’-র সমস্যা থাকলে যে বিয়েতে হতাশা আসতে পারে, সে কথা উল্লেখ করেছে আদালত। একে অপরের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার পর পারিবারিক আদালতে স্ত্রী বিচ্ছেদের আবেদন করেন। তিনি জানান, তাঁর স্বামী যৌনতায় অক্ষম। এরপর তাঁর স্বামী একটি হলফনামা দিয়ে স্ত্রীর বিরুদ্ধেই অভিযোগ তোলেন। পরে ওই যুবক স্বীকার জানান যে তিনি যৌনতায় অক্ষম নন, কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে সমস্যা হচ্ছে। তিনি চান না তাঁকে ‘অক্ষম’ বলে চিহ্নিত করা হোক। নির্দেশনামায় উল্লেখ করা হয়েছে, ‘রিলেটিভ ইম্পোটেন্সি’ হল একটি বিশেষ ধরনের সমস্যা, যা সাধারণ অক্ষমতা নয়। এর পিছনে শারীরিক ও মানসিক সমস্যা থাকতে পারে । আসলে ‘রিলেটিভ ইম্পোটেন্সি’ হল এমন একটি সমস্যা, বিশেষ কারও সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনে সমস্যা হয়। যুবককে যাতে ‘ইম্পোটেন্ট’ বলে চিহ্নিত না করা হয়, সে দিকেও নজর রাখার কথা বলা হয়েছে।

গাধার দুধ বিক্রি করে কোটিপতি! প্রতি লিটারের দাম ৫-৭ হাজার টাকা

আমদাবাদ, ২১ এপ্রিল: লোকে বলে, টাকা ফেললে কী না পাওয়া যায়! বাঘেরও দুধও পাওয়া সম্ভব।

কিন্তু তাই বলে যে প্রাণীর নাম ব্যবহার করে মানুষকে হেলা ছেদ্দা করা হয়, তার দুধের দাম লিটার প্রতি ৫ হাজার টাকা! গুঁড়ো হিসাবেও এই দুধ বিক্রি করা হয়। যার এক কেজির দাম এক লক্ষ টাকা।

গাধার দুধ বিক্রি করে বছরে কয়েক কোটি টাকা আয় করছেন এক যুবক। অবিশ্বাস্য লাগলেও, এমনই একটি ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে গুজরাতে। যুবকের নাম ধীরেন সোলাঙ্কি। তাঁর কাছে ৪২টি গাধা রয়েছে। গুজরাতের পাটান জেলার বাসিন্দা ধীরেন। গাধার দুধের ব্যবসা করে তিনি এখন কোটিপতি। কিন্তু কেন গাধার দুধ এত দামি? তথ্য বলছে, এই দুধের পুষ্টিগুণ অনেক। এছাড়া সহজে মেলে না এই দুধ। খুব কম জায়গায় উৎপাদন হয়। একাধিক কারণে গাধার দুধের দাম অনেক বেশি। ধীরেন জানিয়েছেন, গাধার এক লিটার দুধ বিক্রি হয় ৫ হাজার টাকায়। দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে গাধার দুধের চাহিদা ব্যাপক। ওই রাজ্যগুলিতে তিনি গাধার দুধ সরবরাহ করে মাসে ২-৩ লক্ষ টাকা আয় করছেন। কেন তিনি এই ব্যবসায় এলেন, কী ভাবে এই পরিকল্পনা এল, সেই সম্পর্কেও জানিয়েছেন গুজরাতের এই যুবক।

ধীরেনের কথায়, একসময় জানতে পারি, ‘দক্ষিণ ভারতে গাধার দুধের চাহিদা খুব বেশি। ব্যস, সেই থেকেই ঠিক করে নিয়েছিলাম, চাকরি ছেড়ে গাধার দুধের ব্যবসাই করব।’

ধীরেন আরও জানান, এর পরই বেশ কয়েক জনের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেন। তার পর আট মাস আগে এই ব্যবসায় নামেন তিনি। ব্যবসায় ২২ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে ২০টি গাধা কেনেন ধীরেন। তার পর একটি খামার তৈরি করেন। এখন সেই খামার থেকেই প্রতি দিন দুধ সরবরাহ করা হচ্ছে দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে। ধীরেন আরও জানিয়েছেন, ব্যবসার শুরুতে খুব সমস্যা হয়েছিল। গুজরাতে গাধার দুধের চাহিদা নেই। ফলে দক্ষিণের রাজ্যগুলিই হয়ে ওঠে ধীরেনের ব্যবসার লক্ষ্য।

মালদ্বীপে পার্লামেন্ট ভোটে নজর ভারতের

মালে, ২১ এপ্রিল: মালদ্বীপে পার্লামেন্ট নির্বাচনের ভোট গ্রহণ হল নির্বিঘ্নে। মালদ্বীপের পার্লামেন্ট পিপলস মজলিশের নিয়ন্ত্রণ কার হাতে থাকবে, তা ঠিক করতে রবিবার সকাল থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়। মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জুর জন্য এই নির্বাচন বড় পরীক্ষা বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। কারণ মুইজ্জু ভারতের সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়ে আরও বেশি চিনের দিকে ঝুঁকে পড়ার জন্য যথেষ্ট সমর্থন পার্লামেন্টে নিশ্চিত করতে পারবেন কি না, তা এই নির্বাচনের মাধ্যমে ঠিক হবে।

এবার মালদ্বীপের ৯৩ আসনের পার্লামেন্ট নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা ২ লাখ ৮৪ হাজার ৬৬৩। এবার নির্বাচনে ৯৩ আসনে ৩৬৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। প্রায় সাড়ে ৯ ঘণ্টা ধরে ভোট গ্রহণ চলে। ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার পরপরই গণনা শুরু হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত বছর সেপ্টেম্বরে চিনপন্থী প্রেসিডেন্ট আধুল্লাহ ইয়ামিনের প্রতিনিধি হিসেবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন মুইজ্জু। দুর্নীতির অভিযোগে ইয়ামিনের ১১ বছরের কারাদণ্ড হয়েছিল। তবে গত সপ্তাহে আদালত এই সাজা বাতিল করলে তাঁর মুক্তি হয়।

চলতি মাসে পার্লামেন্ট নির্বাচনের জন্য পুরোদমে প্রচার চলাকালীন মালদ্বীপে চিনের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানির সঙ্গে বড়সড় চুক্তিতে আবদ্ধ হন মুইজ্জু। তাঁর প্রশাসন মালদ্বীপে থাকা ৮৯ জন ভারতীয় সেনাকে দেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে। মালদ্বীপের বিশাল সমুদ্রসীমায় টহল দিতে ভারতের পক্ষ থেকে উপহার হিসেবে দেওয়া উড়োজাহাজ পরিচালনা করেন এসব সেনা।

মালদ্বীপের বর্তমান পার্লামেন্টে মুইজ্জুর পূর্বসূরি ইব্রাহিম মোহামেদ সলিহর ভারতপন্থী দল এমডিপির (মালদিভিয়ান ডেমোক্রেটিক পার্টি) আধিপত্য আছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মুইজ্জুর এক সহকারী এএফপিকে বলেন, ‘রবিবারের নির্বাচনে দলগুলোর প্রচারের পেছনে ভূরাজনীতির একটি বড় ধরনের প্রভাব আছে।’

মুইজ্জুর ওই সহকারী আরও বলেন, ‘ভারতীয় সেনাদের দেশে ফেরত পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুইজ্জু ক্ষমতায় এসেছেন এবং তিনি এ নিয়ে কাজ করছেন। ক্ষমতায় আসার পর থেকে পার্লামেন্টের তরফে তাঁকে সহযোগিতা করা হচ্ছে না।’

মুইজ্জু প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে বিরোধীপক্ষের আইনজ্ঞরা তাঁর মনোনীত তিন ব্যক্তিকে মন্ত্রিসভায় যুক্ত হতে দেননি। মুইজ্জু প্রস্তাবিত কয়েকটি ব্যয় বিল পাশেও তাঁরা সম্মতি দেননি। রবিবার রাতের মধ্যেই নির্বাচনের ফল পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মেমফিস শহরে ব্লক পার্টিতে বন্দুকধারীর হামলায় মৃত ২

মেমফিস, ২১ এপ্রিল: আমেরিকার টেনেসির মেমফিস শহরে একটি ব্লক পার্টিতে বন্দুকধারীর হামলায় অন্তত দু’জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ছ’জন। শনিবার এই ঘটনা ঘটে বলে সেদেশের পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

আমেরিকার টেনেসির মেমফিস শহরে একটি ব্লক পার্টিতে বন্দুকধারীর হামলায় অন্তত দু’জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ছ’জন। শনিবার এই ঘটনা ঘটে বলে সেদেশের পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

কোনও একটি এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে সৌহার্দ্য বাড়াতে তাঁদের নিয়ে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় তাকে ব্লক পার্টি বলে। এই ধরনের অনুষ্ঠান সড়ক, খোলা স্থান কিংবা জনসমাগমের জায়গায় আয়োজন করা হয়ে থাকে। সামাজিক মাধ্যমে এক বিবৃতিতে মেমফিস পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ‘তদন্তে আমরা জানতে পেরেছি, হামলায় আটজন হতাহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দু’জন ঘটনাস্থলে মারা গিয়েছেন।’

এর আগে অবশ্য পুলিশের তরফে ওই ঘটনায় ১৬ জন গুলিবিদ্ধ হওয়ার কথা বলা হয়েছিল। পুলিশ সূত্রে খবর, আহতদের একজনের অবস্থা গুরুতর। আর একজন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। এই ব্লক পার্টির জন্য কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। প্রায় ২০০-৩০০ মানুষ সেখানে মিলিত হয়েছিলেন। মেমফিস পুলিশের অন্তর্বতীকালীন প্রধান সেরেলিন ডাভিস সেদেশের এক সংবাদ মাধ্যমকে জানান, অন্তত দু’জন সন্দেহভাজনের খোঁজে চিরুনি তল্লাশি চলছে। ডাভিস বলেন, ‘আমাদের অনুমান, এই ঘটনার সময় অন্তত দু’জন গুলি চালিয়েছেন।’

ছয় সন্তানের জন্ম পাকিস্তানি মহিলার

ইসলামাবাদ, ২১ এপ্রিল: একসঙ্গে ছয় সন্তানের জন্ম দিয়ে সংবাদ শিরোনামে পাকিস্তানের এক মহিলা। ডন-এ প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ১৯ এপ্রিল চার পুত্র এবং দুই কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়েছেন জিনাত ওয়াহিদ নামে ওই পাক মহিলা। ছয় সন্তানের জন্ম দিয়েছেন তিনি এক ঘণ্টার মধ্যে। পুত্র এবং কন্যাসন্তানদের পেয়ে আপ্লুত ওয়াহিদের পরিবার। এহেন ঘটনা বিরলতম বলে জানান হাসপাতাল সুপার। ডন-এ প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার রাতে প্রসবযন্ত্রণায় ওয়াহিদা ছটফট করতে থাকলে, তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। জাফর নামে এক চিকিৎসক জানিয়েছেন, মা এবং তাঁর শিশুরা সুস্থ আছে। হাসপাতাল সুপার চিকিৎসক ফরজানা জানিয়েছেন, সদ্যোজাতদের ইনকিউবিটরে রাখা হয়েছে। একসঙ্গে এত সন্তানের জন্ম দেওয়ার ঘটনা খুবই বিরল। ৪৫ লক্ষের মধ্যে একজনের হয় বলে মত চিকিৎসকের।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, সদ্যোজাতদের ইনকিউবিটরে রাখা হলেও সকলে সুস্থ আছে। হাসপাতাল সুপার জানিয়েছেন, অস্ত্রোপচারের সময় বেশ কিছু সমস্যা সৃষ্টি হলেও, তা সামলে নেওয়া গিয়েছে। ওয়াহিদা এবং তাঁর শিশুদেরর শারীরিক অবস্থার পর্যবেক্ষণের জন্য একটি মেডিক্যাল টিমও গঠন করা হয়েছে। ওয়াহিদার কিছু শারীরিক সমস্যাও রয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে। তাঁর চিকিৎসা চলছে। খুব শীঘ্রই সেই সমস্যা মিটে যাবে বলে আশাপ্রকাশ করেছেন হাসপাতাল সুপার। তাঁর দাবি, এটি একটি বড় সাফল্য। উল্লেখ্য, একটি বা দু’টি নয়, একসঙ্গে ছয় সন্তানের জন্ম দেওয়ার ঘটনা গোটা বিশ্বেই বিরল। এহেন ঘটনা সচরাচর যে ঘটে না তা হাসপাতালের সুপারও জানিয়েছেন। ফলে এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই তা বিশ্বজুড়ে আলোড়ন ফেলে দিয়েছে। অনেকেই পাকিস্তানের মহিলা ওয়াহিদা ও তাঁর ছয় সন্তানকে দেখতেও চাইছেন। ওয়াহিদা ও তাঁর সদ্যোজাতরা ইতিমধ্যেই খবরে জায়গা করে নিয়েছেন। ওয়াহিদার পরিবারেরও এখন খুশির জোয়ার।

EKDIN, VOL. 17, ISSUE NO. 310, KOLKATA, MONDAY 22 APRIL 2024, PAGE 8
কলকাতা ২২ এপ্রিল ২০২৪

কলকাতার ২২২-এর পর ১ রানের কষ্ট বেঙ্গালুরুর

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা নাইট রাইডার্সের দেওয়া ২২৩ রানের লক্ষ্যে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর শেষ ওভারে দরকার ছিল ২১ রান, মিচেল স্টার্কের প্রথম ৪ বলে কর্ণ শর্মা মারেন ৩টি ছক্কা। সেই কর্ণ, যাঁকে আগের ওভারে স্ট্রাইক দেননি দিনেশ কার্তিক। কিন্তু ২ বলে ৩ রান দরকার থাকার সময় লো ফুল টসে টেনে মারতে গিয়ে স্টার্কের দারুণ ক্যাচে পরিণত হয়ে থামতে হয় কর্ণকে। শেষ বলে লকি ফার্গুসন ডাবলস নিতে পারলে টাই হতো ম্যাচটা, থ্রো-টা সুবিধার না হলেও ফার্গুসনকে রানআউট করেন ফিল সল্ট। ইংলিশ উইকেটকিপার এ ওভারেই কর্ণের নিচু ক্যাচ নিতে পারেননি ঠিকঠাক।

ইডেন গার্ডেনসে নাটকীয় ম্যাচে শেষ পর্যন্ত হৃদয়ভঙ্গই হয়েছে বেঙ্গালুরুর। যেটি হতে পারত আইপিএলের ইতিহাসে তৃতীয় সর্বোচ্চ রান তাড়া, সে ম্যাচে তারা হেরেছে ১ রানে। শেষ ওভারে খলনায়ক হতে হতে নায়কই বনে গেছেন স্টার্ক আর হঠাৎ নায়ক হতে গিয়েও হননি কর্ণ। এ জয়ে ৭ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে উঠে এসেছে কলকাতা, অন্যদিকে পয়েন্ট তালিকার তলানিতে থাকা বেঙ্গালুরুর আরেকটি জয়ের অপেক্ষা দীর্ঘই হয়েছে।

বিরাট কোহলির ৭ বলে ১৮ রানের ইনিংসে শুরুটা ঝোড়ো হয় বেঙ্গালুরুর, কিন্তু তারাও পাওয়ারপ্লেতে হারায় ২ উইকেট। কোহলির আউট নিয়ে অবশ্য তৈরি হয় বিতর্ক। হারশিত রানার ফুল টসে ভড়কে গিয়ে লিডিং এজে ফিরতি ক্যাচ দেন ক্রিজের বাইরে থাকা কোহলি, অন ফিল্ড আম্পায়ার নো বল না দিলে সেটি রিভিউ করেন তিনি। নতুন পদ্ধতিতে বল ট্র্যাকিংয়ে বলের অনুমিত গতিপথের সঙ্গে দাঁড়ানো অবস্থায় ব্যাটসম্যানের পা থেকে কোমর উচ্চতার পার্থক্য মেপে নির্ধারণ করা হচ্ছে নো বল। সে অনুযায়ী, কোহলির কোমরের (১.০২ মিটার) চেয়ে বলের (০.৯২) উচ্চতা ছিল কমই।

৩৫ রানে ২ উইকেট হারানো বেঙ্গালুরু অবশ্য শক্ত একটা ভিত পায় উইল জ্যাকস ও রজত পাতিদারের জোড়া ফিফটি এবং দুজনের ৪৮ বলে ১০২ রানের জুটিতে। ৩২ বলে ৫৫ রান করা জ্যাকসের পর ২৩ বলে ৫২ রান করা পাতিদারকে একই ওভারে ফেরান রাসেল, ব্যাটিংয়ে তেমন সুবিধার দিন না কাটালেও বোলিংয়ে ঠিকই প্রভাব রাখেন এই ক্যারিবীয় অলরাউন্ডার।

মাঝের ওভারে উইকেট হারিয়ে চাপে পড়লেও বেঙ্গালুরুর আশা হয়ে ছিলেন দিনেশ কার্তিক। সমীকরণটা কঠিন হয়ে উঠছিল, শেষ দিকে সিঙ্গেলও ফিরিয়ে দিয়েছেন তিনি। রাসেলের স্লো বাউন্সারে আগে থেকেই স্কুপ করতে উদ্যত কার্তিক ক্যাচ তুলে থামেন ১৯তম ওভারের শেষ বলে, বেঙ্গালুরুর তখনো দরকার ২১ রান। এ উইকেটে গতি কমিয়ে আনা বল কার্যকর হলেও স্টার্ক শেষ ওভারে তেমন কিছু করেননি শুরুতে, তার খেসারতও দিতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য হাঁপ ছেড়েই বাঁচেন আইপিএলের ইতিহাসের সবচেয়ে দামি খেলোয়াড়।

এর আগে পাওয়ারপ্লেতে কলকাতা প্রথম তিন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে তোলে ৭৫ রান। এর মধ্যে সুনীল নারাইন ও অংক্রিশ রঘুবংশী মিলে ১৯ বলে ১৩ রান করলেও কলকাতা অমন শুরু পায় সল্টের ১৪ বলে ৪৮ রানের ইনিংসে, প্রথম ১৩ বলের ১০টিতেই ইংলিশ ব্যাটসম্যান মারেন বাউন্ডারি।

পাওয়ারপ্লেতে করা একমাত্র ওভারে লকি ফার্গুসন দেন ২৮ রান, কিন্তু পরের ৩ ওভারে কিউই ফাস্ট বোলার খরচ করেন ১৯ রান। বেঙ্গালুরু পাওয়ারপ্লের শেষ দিক থেকেই ঘুরে দাঁড়ায় ভালোভাবে, ৭-১৬ ওভারের মধ্যে কলকাতা তুলতে পারে মাত্র ৮০ রান। অধিনায়ক শ্রেয়াস আইয়ার পান ২০২২ সালের মে মাসের পর প্রথম আইপিএল ফিফটি। শুরুতে সময় নিলেও পরে সেটি পুষিয়ে দেন ভালোভাবেই। প্রথম ২১ বলে ২৫ রান করা শ্রেয়াস ফিফটিতে যান ৩৫ বলে, যদিও ঠিক পরের বলেই আউট হন।

মাঝে রিঙ্কু সিং ও ভেঙ্কটেশ আইয়ার রানের গতিটা ধরে রাখলেও কলকাতা বড় লাফ দিতে পারেনি। আগে থেকেই বলের গতি কমিয়ে আনা ও ইয়র্কার করে এমন উইকেটে কার্যকর বোলিং করে বেঙ্গালুরু। আন্দ্রে রাসেল প্রথম ১৫ বলে করেন মাত্র ১৬ রান, যদিও শেষ করেন ২০ বলে ২৭ রানে অপরাজিত থেকে। রমণদীপ সিংয়ের ৯ বলে ২৪ রানের ক্যামিওতে কলকাতা যায় ২২২ রান পর্যন্ত।

এ মৌসুমে ২০০ বা এর বেশি রানের ১৬তম স্কোর ছিল সেটি, আইপিএলের এক মৌসুমে যা তৃতীয় সর্বোচ্চ। বেঙ্গালুরু সে সংখ্যাকে নিয়ে যায় ১৭-তে। কিন্তু সেটি হয়তো বেদনা আরও বাড়িয়েই দিয়েছে কোহলিদের।

ইডেনে বিরাট বিতর্ক! আউট হয়ে আম্পায়ারের সঙ্গে তর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি: লক্ষ্য ২২৩ রানের। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে জিততে হলে বিরাট কোহলির ক্রিজে থাকা প্রয়োজন ছিল। বিরাট নিজেও সেটা জানতেন। তাই আউট হয়েও কিছুতেই মানতে পারছিলেন না। নো বলের দাবি করতে থাকেন তিনি। তৃতীয় আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের পরেও মাঠের আম্পায়ারের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেন কমলা টুপির মালিক। ডাগআউটে ফিরেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি।

তৃতীয় ওভারে বল করছিলেন হর্ষিত রানা। তাঁর প্রথম বলটি খেলার সময় ক্রিজরে বাইরে ছিলেন বিরাট। বল সোজা ব্যাটে এসে লাগে। সেই বল সঙ্গে সঙ্গে লুফে নেন বোলার হর্ষিত। কিন্তু বিরাট ক্রিজ ছাড়তে চাননি। তাঁর দাবি, বল কোমরের উপরে ছিল। তাই নো বলের দাবি করেন বিরাট। রিভিউও নেওয়ার ইঙ্গিত করেন। যদিও মাঠের আম্পায়ারেরা রিভিউ নেন নিজে থেকেই। নো বল কি না নিশ্চিত হতে চান তাঁরা। তৃতীয় আম্পায়ার দেখেন বিরাটের কোমরের নিচেই রয়েছে বল। ফলে নো বল দেননি তিনি। মাঠের আম্পায়ারের সিদ্ধান্তই বহাল থাকে। তাতেই রেগে যান বিরাট।

বিরাটকে দেখা যায় বেশ আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে আম্পায়ারদের দিকে এগিয়ে যেতে। কিছুতেই মানতে চাইছিলেন না যে, তিনি আউট। বার বার মাঠের আম্পায়ারদের সঙ্গে তর্ক করেন বিরাট। বেশ ক্ষোভ দেখিয়েই মাঠ ছাড়েন তিনি। ডাগআউটে গিয়েও ক্ষুব্ধ বিরাটকে দেখা যায়, সতীর্থদের বলের উচ্চতা বোঝাচ্ছেন।

কোমরের উপরে বল রয়েছে কি না সেটা বোঝার জন্য নতুন একটি প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রতিটি ক্রিকেটারের কোমরের মাপ দেওয়া রয়েছে প্রযুক্তির কাছে। বল কোন উচ্চতায় রয়েছে সেটাও মেপে নেওয়া হবে ওই প্রযুক্তি দিয়েই। সঙ্গে সঙ্গে দেখা নেওয়া যাবে বল সেই ক্রিকেটারের কোমরের উপরে রয়েছে না নীচে। সম্প্রচারকারী চ্যানেলে ধারাভাষ্যকারেরা বলেন, বিরাটের কোমরের উচ্চতা মাটি থেকে ১.০৪ মিটার। বল ছিল ১.০২ মিটারের উচ্চতায়। অর্থাৎ কোমরের নীচেই ছিল বল। সেই সঙ্গে বিরাট ক্রিজরে বাইরে ছিলেন। ফলে তৃতীয় আম্পায়ার জানিয়ে দেন বিরাটের আউট ন্যায্য।

ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে কলকাতা ২২২ রান তোলে। ওপেনার ফিল সল্ট করেন ৪৮ রান। মাত্র ১৪ বলে এই রান করেন তিনি। তিনটি ছক্কা এবং সাতটি চার মারেন সল্ট। অধিনায়ক শ্রেয়স আয়ার ৩৬ বলে ৫০ রান করেন। শেষ বেলায় রমনদীপ সিংহ ৯ বলে ২৪ রান করেন। তাঁদের দাপটেই ইডেনে ২২২ রান করে কেকেআর।

বিরাট যখন আউট হন, আরসিবি-র তখন ২৭ রান। ৩৫ রানের মাথায় আউট হয়ে যান ফ্যাফ ডুপ্লেসিও। ১০ ওভার শেষে আরসিবি তুলেছে ১২২ রান। উইল জ্যাকস এবং রজত পাটীদার মিলে ৮৭ রানের জুটি গড়ে ফেলেছেন।

২৫৭ রানের ২১৬ রান চার, ছক্কায়

ক্রিকেট আকাশে নতুন তারা অভিষেক শর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি: মোট রান ২৫৭। মোট রানের কতটা চার আর ছক্কায় করতে পারেন কেউ! কে কত করবেন, কে জানে। ভারতের উঠতি তারকা অভিষেক শর্মা এবারের আইপিএলে এখন পর্যন্ত তাঁর মোট ২৫৭ রানের ২১৬,ই করেছেন চার, ছক্কায়। অভিষেক শর্মা ৭ ইনিংসে ২৫৭ রান করার পথে ছক্কাই মেরেছেন ২৪টি, ৪ মেরেছেন ১৮টি।

গতকাল দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপক্ষে যে ১২টি বল খেলেছেন, তার মধ্য ছক্কা ৬টি, চার ২টি। ১২ বলে করেছেন করেছেন ৪৬ রান। এমন ইনিংস খেলে ভারতের আক্রমণাত্মক ক্রিকেটের ব্রান্ড অ্যাম্বাসেডর বীরেন্দর শেবাগের প্রশংসা পেয়েছেন অভিষেক। শেবাগ বাঁহাতি এই ওপেনারে দেখছেন ভারতের ভবিষ্যৎ।

অভিষেক শুধু যে গতকালই অমন ধ্বংসাত্মক ইনিংস খেলেছেন, এমন নয়। চলতি মৌসুমে এর আগেও এমন কয়েকটি ইনিংস খেলেছেন। গত ২৭ মার্চ মুম্বাইয়ের বিপক্ষে খেলেছিলেন ২৩ বলে ৬৩ রানের ইনিংস। এরপর চেন্নাইয়ের বিপক্ষে খেলেছিলেন ১২ বলে ৩৭ রানের ইনিংস। এমন করে ব্যাটিং করেছেন দেখেই তো স্ট্রাইক রেট ২১৬।

শেবাগ তাই অভিষেকের মধ্যে সাহস ও ভবিষ্যৎ দুটোই দেখছেন। এক্সে শেবাগ লিখেছেন, ‘অভিষেক শর্মা। ছেলেটার মধ্যে সাহস আছে। বড় স্কোর করা এখন ওর জন্য সময়ের ব্যাপার। কিন্তু ধারাবাহিকভাবে বড় শট খেলা একটা বিশেষ সামর্থ্য, ওর সামনে দারুণ ভবিষ্যৎ আছে।’

কোন মন্ত্রে এমন জ্বলে উঠেছেন, গতকাল ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে সেই কথা জানিয়েছেন অভিষেক নিজেই। তিনি কৃতিত্ব দিয়েছেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কোচ ড্যানিয়েল ভেট্টোরি ও অধিনায়ক প্যাট কামিন্স, ‘কোচ ও অধিনায়কের কাছ থেকে বার্তাটা পরিষ্কার ছিল;যাও, নিজেকে প্রকাশ করো। কোচ আর অধিনায়কের কাছ থেকে এটা খুবই সহজ আর শক্তিশালী বার্তা। কারণ, তরুণ আর টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান হিসেবে আপনার ওপর কোচ আর অধিনায়কের আত্মবিশ্বাস লাগবে। আমার মনে হয়, আমরা যেটা প্রথম দিন থেকে পেয়েছি।’

এরপর তিনি যোগ করেন, ‘আমি বিশ্বাস করি, এই আইপিএলের আগে আমার পরিকল্পনা, চিন্তাভাবনা পরিষ্কার ছিল। ব্যাটিংয়ের ধরন, পারফরম্যান্স কীভাবে করব;এসব নিয়ে আমার ভাবনা একদম স্পষ্ট ছিল।’

উইকেটে অভিষেক অন্য প্রান্তে ঝড় তুলছেন ট্রাভিস হেড। যিনি এখন পর্যন্ত আইপিএলে ৬ ম্যাচে ৩২৪ রান করেছেন, সেটা ২১৬ স্ট্রাইক রেটেই। ২৩ বছর বয়সী অভিষেক হেডের ভক্ত, ‘ট্রাভিসকে ব্যাট করতে দেখা আনন্দের। আমরা মাঠের বাইরে অনেক কথা বলি, যেটা আমাদের সাহায্য করছে। আমি তাঁর ভক্ত, সেটা প্রথম দিন থেকেই আমি তাকে বলে যাচ্ছি। গত ১ বছর ধরে আমি তাকে অনুসরণ করছি, ভাগ্যক্রমে আমরা তাকে দলে পেয়েছি।’

মেসি-জাদুতে মায়ামির বার্সেলোনাময় এক জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি: লিওনেল মেসি জোড়া গোল করলেন, সেই গোলের একটিতে লুইস সুয়ারেজের অ্যাসিস্ট, মেসির পাস থেকে গোল করলেন সের্হিও বুসকেতস-ন্যাশভিলের বিপক্ষে মেজর লিগ সকারে ইন্টার মায়ামির ৩-১ গোলের জয়টির প্রতিবেদন সংক্ষেপে এভাবেই লেখা যায়।

মায়ামির ম্যাচ জয়ের এই প্রতিবেদনকে বিশ্লেষণ করলে মৌলিক দুটি বিষয় পাওয়া যায়-এটি বার্সেলোনাময় এক ম্যাচ এবং মেসি-জাদুর আরেকটি অনন্য প্রদর্শনী। এমন এক জয়ে মেজর লিগ সকারের ইস্টার্ন কনফারেন্সে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে মায়ামি।

ম্যাচের শুরুটা অবশ্য সুখকর ছিল না মায়ামির জন্য। ২ মিনিটেই আত্মঘাতী গোল খেয়ে বসে তারা। ন্যাশভিলের ড্যানিয়েল লোভিৎসের কর্নার ডিফেন্ডার ফ্রাঙ্কো নেগ্রির গায়ে লেগে ঢুকে যায় মায়ামির জালে। এই নিয়ে টানা ১১ ম্যাচে নিজেদের জাল অক্ষত রাখতে ব্যর্থ হয়েছে জেরার্দো মার্তিনোর দল।

মেসি-সুয়ারেজদের জন্য পরিস্থিতি আরও বাজে হতো পারত, যদি ম্যাচের পঞ্চম মিনিটে জশ বাউয়ের বুলেট গতির শট বারে লেগে ফিরে না আসত! শুরুর এই ধাক্কা অবশ্য দ্রুতই কাটিয়ে ওঠে মায়ামি। আর সেটা মেসি-সুয়ারেজ রসায়নেই।

ন্যাশভিলের গোলকিপার এলিয়ট পানিক্কোর দুর্বল একটি শট বক্সের কাছেই পেয়ে যান সুয়ারেজ। তিনি দ্রুতই সেটি দেন ফাঁকায় দাঁড়িয়ে থাকা মেসিকে। সেই বল পেয়ে খুব সহজেই ১১ মিনিটেই মায়ামিকে ১-১ সমতায় ফেরান আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক।

১৩ মিনিটেই মায়ামি এগিয়ে যেতে পারত। কিন্তু মেসির নেওয়া ডান পায়ের শট ফিরে আসে পোস্টে লেগে। ম্যাচে মায়ামি যাই করছিল, সবকিছুই ছিল মেসিকেন্দ্রিক। প্রথমার্ধেই মেসির ক্রস থেকে নেওয়া গোমেজের হেড ফিরে আসে ন্যাশভিলের গোলকিপার পানিক্কোর পায়ে লেগে।

৩৯ মিনিটে অবশ্য কাঙ্ক্ষিত দ্বিতীয় গোল পেয়ে যায় মায়ামি। বুসকেতসের এই গোলেও মেসিরই অবদান। তাঁর নেওয়া অসাধারণ এক কর্নারে মাথা ছুঁইয়ে ব্যবধান ২-১ করেন বার্সেলোনার সাবেক মিডফিল্ডার বুসকেতস। বিরতির বাঁশি বাজার আগে চোটে পড়া গোমেজের বদলি হিসেবে নামা ব্রাজিলিয়ান তরুণ ফুটবলার লিওনার্দো আফোনসোর গোল বাতিল হয়েছে অফসাইডের কারণে।

বিরতির পর ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে ন্যাশভিল। দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম ২০ মিনিট বলতে গেলে মায়ামিকে তারা হাঁপ ছাড়তেই দিচ্ছিল না। সেই সময়টা সামলে ৮১ মিনিটে মেসির পেনাল্টি গোলে ৩-১ ব্যবধানের জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে মায়ামি। এই জয়ে মেজর লিগ সকারে ১০ ম্যাচ শেষে শীর্ষে থাকা মায়ামির পয়েন্ট হয়েছে ১৮।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ইউরোপের দুই দেশের জার্সিতে থাকবে ভারতীয় সংস্থার প্রতীক

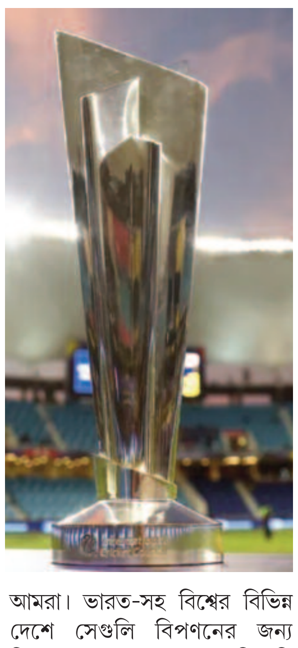

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত এক দিনের বিশ্বকাপে একাধিক দলের স্পনসর হিসাবে দেখা গিয়েছিল ভারতের একটি সংস্থাকে। শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ আফ্রিকা, আফগানিস্তান, নেদারল্যান্ডসের মতো দলগুলির জার্সিতে ছিল আমূলের প্রতীক। আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আয়ারল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ডের জার্সিতে দেখা যাবে আমূলের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থার প্রতীক।কর্নাটকের দুধ উৎপাদনকারী সংস্থা নন্দিনী ডেয়ারি ইউরোপের এই দুই দেশের ক্রিকেট দলের পৃষ্ঠপোষকতা করবে। কর্নাটক মিল্ক ফেডারেশনের পোশাকি নাম নন্দিনী ডেয়ারি। এনার্জি ড্রিঙ্ক-সহ নতুন কয়েকটি পণ্য বাজারে নিয়ে আসছে দক্ষিণ ভারতের সংস্থাটি। সেগুলির প্রচারের মঞ্চ হিসাবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে বেছে নিয়েছে তারা। তাই আয়ারল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ডের মতো দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত।

সংস্থা ম্যানেজিং ডিরেক্টর এমকে জগদীশ বলেছেন, “আমরা বিশ্বকাপের দু’টি দলের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছি। বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে কয়েকটি নতুন পণ্য বাজারে আনছি আমরা। ভারত-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সেগুলি বিপণনের জন্য বিশ্বকাপের মঞ্চকে বেছে নিয়েছি আমরা।” দুই দেশের ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে নন্দিনী ডেয়ারির চুক্তি হয়ে গিয়েছে কি না, সে ব্যাপারে কিছু জানাননি তিনি। বিশ্বকাপে প্রচারের জন্য কত টাকা বিনিয়োগ করা হচ্ছে, তা-ও জানাননি।

‘ব্যাটিং এনে দেবে স্পনসর, বোলিং দেবে শিরোপা’

নিজস্ব প্রতিনিধি: এ সময়ে বোলারদের কাজ সহজ নয়, বিশেষ করে টি-টোয়েন্টিতে। আর এবারের আইপিএল তো বোলারদের জন্য হয়ে উঠেছে বিভীষিকা। গতকাল দিল্লির বিপক্ষে আরেকবার রেকর্ড গড়েছে হায়দরাবাদ। দলটির অধিনায়ক পেসার প্যাট কামিন্স নিজেই বলছেন, তাঁর একটা অংশ দলের এমন ব্যাটিং পারফরম্যান্সে রোমাঞ্চিত। আবার আরেকটা অংশ ভাবনায় পড়ে গেছে, সেখানে যে বোলিং করতে হবে তাঁকেও!

ফিল্ডিংয়ের বাধ্যবাধকতা, উইকেটের ধরন তো আছেই, আইপিএলে এখন আছে ইমপ্যাক্ট বদলির নিয়মও। যে নিয়ম কাজে লাগিয়ে প্রায় প্রতি দলই সুযোগ পাচ্ছে বাড়তি একজন করে ব্যাটসম্যান খেলানোর। বিশ্লেষকদের মতে, লোয়ার অর্ডারে বিশেষজ্ঞ একজন ব্যাটসম্যানের উপস্থিতিতে ওপরের দিকের ব্যাটসম্যানরা এখন আরও মেলে ধরছেন নিজেদের, খেলছেন শট। তবে ভুবনেশ্বর কুমার মনে করিয়ে দিলেন, দিন শেষে চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে দরকার বোলারদেরই।

দিল্লির বিপক্ষে কাল প্রথম ৬ ওভারে ১২৫ রান তুলে টি-টোয়েন্টির নতুন রেকর্ড গড়েছে হায়দরাবাদ। বিশাল লক্ষ্যে দিল্লির শুরুটাও হয়েছিল দারুণ, পাওয়ারপ্লেতে তারা তোলে ৮৮ রান। তবে এরপর আর পেরে ওঠেনি দিল্লি। এমন ম্যাচে বোলাররা মার খাবেন, সেটি মেনেই নিয়েছেন ভুবনেশ্বর। হায়দরাবাদ পেসার বলেছেন, ‘এত রান ডিফেন্ড করতে গেলে হয় আপনি অনেক রান দেবেন, অথবা উইকেট পাবেন। আমরা মেনে নিয়েছি এত রান ডিফেন্ড করতে গিয়ে আমরা অনেক রান দেব। কিন্তু পরিকল্পনা সব সময় বাস্তবায়ন করাই লক্ষ্য ছিল।’

এমন পরিস্থিতিতে পাদপ্রদীপের আলো যে ব্যাটসম্যানদের ওপরই, এ মৌসুমে প্রথম ৭ ম্যাচে ৪ উইকেট নেওয়া ভুবনেশ্বর জানেন সেটিও। তাঁর মতে, ‘অনেক বছর পর আমাদের ব্যাটসম্যানরা এভাবে কার্যকর হয়ে উঠছে। বোলিং বিভাগ হিসেবে পেছনের সারিতে থাকতে আপত্তি নেই, ১৮০ বা এমন রান ডিফেন্ড করতে গেলে মনে হবে কমই।’

এ মৌসুমে তিনবার আগে ব্যাটিং করে ২৫০ পেরিয়েছে হায়দরাবাদ, জিতেছে তিনটি ম্যাচই। আগে ব্যাটিং করে এখন পর্যন্ত তাদের সর্বনিম্ন স্কোর ১৬২, যেটি ডিফেন্ড করতে ব্যর্থ হয়েছে হায়দরাবাদ।

তবে এখন পেছনের সারিতে থাকলেও তাঁরাই ‘মূল’ চরিত্র দীর্ঘ মেয়াদে, ভুবনেশ্বর মনে করেন সেটিও, ‘বোলিংয়ের তো একটা কিছু আছেখকেউ বলছিল, ব্যাটিং আপনাকে স্পনসর এনে দেবে কিন্তু বোলিং আপনাকে শিরোপা এনে দেবে। এ মুহূর্তে আমরা যেমন বোলিং করছি, সেটি স্কোরকার্ডে খারাপ দেখালেও আমাদের জন্য বেশ ভালোই।’

কিন্তু বোলারদের এই ভূমিকা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কতটা উৎসাহী করে তুলবে ক্রিকেটে এ ভূমিকা বেছে নিতে, সে প্রশ্ন ঘুরেফিরেই আসে। দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক ফাস্ট বোলার ডেল স্টেইন অবশ্য বলেছেন ভিন্ন কথা। তাঁর মতে, ‘আমি মজা করে বলতেই পারি, অবসর নিয়েছি বলে এখন আর বোলিং করছি না, ফলে আমি খুশি। কিন্তুখবোলার হওয়াটা সব সময়ই দারুণ। আপনি যদি নিজেকে সেরা হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন, তাহলে আপনি নশ্বরদের মধ্যে ঈশ্বর হয়ে উঠবেন, যাকে সবাই চায়। ব্যাটসম্যানদের তাণ্ডবের মধ্যে হয়ে উঠবেন খুনে। (বোলার হওয়ার) আকর্ষণ অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে এখনই বেশি।’

স্টেইনের মতো করে কজন ভাববেন, প্রশ্ন সেটিই। কিন্তু ভুবনেশ্বররা যদি হায়দরাবাদকে এনে দিতে পারেন শিরোপা, তাহলে হয়তো প্রমাণিত হবে আরেকবার;বোলাররাই এনে দেন শিরোপা!

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**